NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ডিভিসি-র জল ছাড়া ও নিম্নচাপ মোকাবিলায় জরুরি বৈঠক মুখ্যসচিবের

ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতেই জলের তলায় হাওড়া ২

কলকাতা ২০ জুলাই ২০২৫ ৩ শ্রাবণ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.07.2025, Vol.19, Issue No. 41, 8 Pages, Price 3.00

আগামী সপ্তাহে ব্রিটেন-মালদ্বীপে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই: আগামী সপ্তাহে আরও দু'টি দেশে সফর করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৩ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত চার দিনে দুই দেশে সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী। ২৩ তারিখ, বুধবার তিনি উড়ে যাবেন ব্রিটেনের উদ্দেশে । প্রথমে যাবেন ব্রিটেনে। সেখানে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। তার যাবেন মালদ্বীপে। প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম সে দেশে যাচ্ছেন মোদী। ভারত এবং মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য এই সফর গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

আগেই জানা গিয়েছিল, আগামী সপ্তাহে ভারত এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মুক্ত বাণিজ্যচুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন। এ বার তার দিনও জানা গেল। ভারত এবং ব্রিটেনের ৯৯ শতাংশ বাণিজ্যকে প্রভাবিত করতে পারে এই চুক্তি। একাধিক পণ্যে কমবে শুল্ক। ব্রিটেন থেকে যে সমস্ত হুইস্কি, চকোলেট, গাড়ি ভারতে আমদানি করা হয়, তা কিছুটা সস্তা হবে। ২০২২ সাল থেকে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে আলোচনা চলছে। কিন্তু সে দেশে বার বার প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তিত হওয়ায় এই চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হয়নি। অবশেষে আগামী সপ্তাহে এফটিএ-তে স্বাক্ষর করবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। এরপর ২৫ তারিখ ব্রিটেন থেকে মালদ্বীপে যাবেন মোদী। সেখানকার ৬০তম জাতীয় দিবস উদযাপনের প্রধান অতিথি হিসাবে থাকবেন তিনি। ২৬ তারিখে ভারতে ফিরবেন। মুইজ্জুও ২০২৪ সালের অক্টোবরে ভারত সফরে এসেছিলেন। এ বার মোদী যাচ্ছেন। মোদী শেষ বার মালদ্বীপে গিয়েছিলেন ২০১৯ সালে।

পাটনার হাসপাতালের ঘাতকরা গ্রেপ্তার নিউটাউনের আবাসনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারের পাটনার পারস হাসপাতালে গুলি চালানোর ঘটনায় যুক্ত ৫ জন গ্রেপ্তার কলকাতার নিউটাউন থেকে। কলকাতা সংলগ্ন নিউ টাউনে একটি আবাসন থেকে ওই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, ধৃত পাঁচ জনের মধ্যে চার জনই খুনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে অভিযোগ। মূল অভিযুক্ত তৌসিফ রাজা আগেই পাটনা থেকে ধরা পড়েছেন। এ বার আরও পাঁচ জন ধরা পড়লেন। এই নিয়ে পাটনা-কাণ্ডে মোট ছ'জনকে গ্রেপ্তার করা হল।

জানা গিয়েছে, নিউ টাউন এলাকার সুখবৃষ্টি আবাসনে শনিবার ভোর ৫টা ৪৮ থেকে ৬টা ৩০ পর্যন্ত ২টি বিল্ডিংয়ের দুই ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে প্রথমে আটক করা হয়। এরপর দীর্ঘক্ষণ চলে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। এই জিজ্ঞাসাবাদের পরই করা হয় গ্রেপ্তার। এই প্রসঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা বলেন, 'আমরা তথ্য পাই। সেই অনুযায়ী বিহার এসটিএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বাংলা ও বিহার এসটিএফের সফল যৌথ অভিযানে তাদের পাকড়াও করা হয়।'

বিহার এসটিএফ সূত্রে খবর, কুখ্যাত দুষ্কৃতী চন্দন এবং শেরু একসময় একসঙ্গে জেলে ছিল। সেই সময় তাদের দু'জনের বিবাদের সূত্রপাত। সে আক্রোশে সম্ভবত শেরুই তার 'চরম শত্রু' চন্দনকে খুন করায়। শেরু বর্তমানে পুরুলিয়ায় জেলবন্দি। তদন্তকারীদের দাবি, জেলে বসেই হয়তো শেরু শুটআউটের পরিকল্পনা করে। তবে কীভাবে ওই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে জেলবন্দি শেরু যোগাযোগ করল, কে যোগাযোগ স্থাপন করল, সেইসব মিসিং লিংকের খোঁজে বিহার

এসটিএফ শেরুকে জেরা করছে।

প্রসঙ্গত, কয়েক দিন আগেই বিহারের পাটনার পারস হাসপাতালে আইসিইউতে ঢুকে গুলি চালায় একদল দুষ্কৃতী। এর জেরে এক বিচারাধীন বন্দি চন্দন মিশ্র খুন হয়। সেই দুঃসাহসিক ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়। এর পরেই তদন্তে নামে বিহার পুলিশের এসটিএফ। এরপর শনিবার ভোরে পটনা পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) যৌথ ভাবে নিড টাউন হানা দেয়। ওই অভিযানেই ধরা পড়েন পাঁচ অভিযুক্ত। পিটিআইকে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'পাটনার ঘটনার পরে অভিযুক্তেরা সেখান থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিউটাউনের এক আবাসনে লুকিয়ে ছিলেন। মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করেই এদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে চার জন খুনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। অপর জন অপরাধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত, নাকি বাকিদের লুকোতে সাহায্য করছিলেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' পুলিশের ওই আধিকারিক এ-ও জানিয়েছেন, বিহার পুলিশ অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডের জন্য আবেদন জানাবে।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২১ সালের ৯ জুন, এই সুখবৃষ্টি আবাসনে চলে গুলির লড়াই। বেঙ্গল এসটিএফের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় পঞ্জাবের দুই গ্যাংস্টার জয়পাল সিং ভুল্লার ও জশপ্রীত সিং ওরফে জাসসির। সেই ঘটনায় গ্যাংস্টারদের গুলিতে আহত হন এসটিএফের ওসি (এক্সপ্লোসিভ) কার্তিক ঘোষ। তার ঠিক বছর চারেক পর আবারও দুষ্কৃতীদের গা ঢাকার ঘটনায় ফের শিরোনামে এই অভিজাত আবাসন। একের পর এক ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে আবাসনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

জল-পথ

শনিবার দুপুরের বৃষ্টিতে জলমগ্ন উত্তর কলকাতার মহাত্মা গান্ধি রোড। ছবি: অদিতি সাহা

যতক্ষণ না শেষ অপরাধীর বিচার হয়, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: '২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পরে বাংলায় যে বিভীষিকাময় অধ্যায় শুরু হয়েছিল, আদালতের রায় সেই অধ্যায়ের রক্তক্ষতকে আবার মনে করিয়ে দিল'; বেলেঘাটাকাণ্ডে আদালতের রায়দানের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের জেল হেপাজতের নির্দেশকে ঘিরে এই ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'বেলেঘাটার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারকে গলায় পেঁচিয়ে ও নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এমনকী তাঁর অবলা পোষ্য প্রাণীগুলোকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। এই হত্যাকাণ্ড ছিল ভোট-পরবর্তী হিংসার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।' শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, 'সেই সময় রাজ্যজুড়ে বিজেপি কর্মীদের উপরে বর্বর অত্যাচার চলেছে। বহু কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন, বহু মহিলা হয়েছেন সম্ভ্রমহানির শিকার। লক্ষাধিক মানুষ ঘরছাড়া হয়েছিলেন। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে ভিন রাজ্যে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।'

উল্লেখ্য, অভিজিৎ সরকার হত্যা মামলায় বিচারক কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন নারকেলডাঙা থানার ওসি শুভজিৎ সেন (যিনি পরে এসিপি পদে পদোন্নতি পেয়ে অবসর নেন), এসআই রত্না সরকার এবং হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারকের কড়া পর্যবেক্ষণ 'রক্ষকই ভক্ষক হয়ে গেলে সমাজের কী হবে?'

বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, 'সিবিআই সঠিক পথে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আমরা বিশ্বাস করি, ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রত্যেকটি ঘটনায় দোষীদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। অভিজিৎ সরকারের আত্মার শান্তি ও তাঁর পরিবারের ন্যায়বিচারের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না শেষ অপরাধীর বিচার হয়।'

অনুপ্রবেশ বিতর্কে বাংলা-অসম সংঘাত

ভাষা-যুদ্ধে মমতা-হিমন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসমে বাঙালিদের হেনস্তা ও মাতৃভাষা নিয়ে অসম সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'দেশে দ্বিতীয় কথ্য ভাষা হল বাংলা। অসমেও তাই। যাঁরা সমস্ত ভাষা ও ধর্মকে সম্মান করেন, তাঁদের উপর শুধুমাত্র মাতৃভাষার জন্য হেনস্তা করা অসাংবিধানিক এবং বৈষম্যমূলক আচরণ। অসমে বিজেপির বিভেদমূলক কার্যসূচি সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। অসমবাসী রুখে দাঁড়ান। যাঁরা মাতৃভাষার জন্য, নিজের পরিচয় রক্ষার লড়াই করছেন আমি তাঁদের পাশে আছি।'

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, অসমে বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি এবার সীমা ছাড়িয়েছে। যারা সব ভাষা ও ধর্মকে সম্মান দিয়ে সহাবস্থানে বিশ্বাস করেন, তাদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে শুধুমাত্র মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বার্তা, 'আমি অসমের সেই সমস্ত নির্ভীক নাগরিকদের পাশে আছি, যারা তাঁদের ভাষা ও পরিচয়ের সম্মানের জন্য, এবং তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করছেন।' তিনি আরও বলেন, 'অসমের মানুষ এর প্রতিবাদ করবেন, রুখে দাঁড়াবেন।'

তৃণমূল নেত্রীর এই মন্তব্যের পাল্টা দিতে একটুও সময় নেননি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর অভিযোগ, 'আপনি বাংলার ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়েছেন; ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করে, বেআইনি দখলকে উৎসাহ দিয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে চুপ থেকে।' হিমন্তের কটাক্ষ, 'আমরা অসমে নিজের লোকেদের বিরুদ্ধে লড়ছি না। লড়ছি সীমান্ত পেরিয়ে আসা অনিয়ন্ত্রিত মুসলিম অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, যা জনসংখ্যার ভারসাম্যকে ভয়াবহভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। হিন্দুরা নিজেদের জমিতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার মুখে।' তিনি আরও বলেন, 'কোনও সভ্যতাই টিকে থাকতে পারে না, যদি তার সীমান্ত ও সাংস্কৃতিক শিকড় রক্ষা না হয়। অথচ দিদি সেটাকেই রাজনীতি করে দেখাতে চান।'

> দেশে দ্বিতীয় কথ্য ভাষা হল বাংলা। অসমেও তাই। যাঁরা সমস্ত ভাষা ও ধর্মকে সম্মান করেন, তাঁদের ওপর শুধুমাত্র মাতৃভাষার জন্য হেনস্তা করা অসাংবিধানিক এবং বৈষম্যমূলক আচরণ। অসমে বিজেপির বিভেদমূলক কার্যসূচি সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। অসমবাসী রুখে দাঁড়ান।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

> আপনি বাংলার ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়েছেন, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করে, বেআইনি দখলকে উৎসাহ দিয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে চুপ থেকে। আমরা সীমান্ত পেরিয়ে আসা অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, যা জনসংখ্যার ভারসাম্যকে নাড়িয়ে দিয়েছে।
>
> -হিমন্ত বিশ্বশর্মা

উল্লেখ্য, গত কয়েকমাস ধরেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন রাজ্যে অত্যাচারিত হওয়ার অভিযোগ উঠছে। কখনও মারধর, কখনও তাঁদের উপর হামলা, লুটপাট, উপার্জন কেড়ে নেওয়া, কখনও আবার পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মতো অভিযোগ শোনা গিয়েছে। প্রতিবাদে পথে নেমে আন্দোলন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও শুক্রবার দুর্গাপুরের সভামঞ্চ থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া বার্তা দিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে বা যারা অনুপ্রবেশ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সংবিধান মেনে ব্যবস্থা নেবেন বলেই জানিয়েছেন তিনি।

'বাংলার ভাষাও ধ্বংসের পথে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষায় 'তোষণ' ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে;এই অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কাঁথির কিশোরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির প্রশ্ন-উত্তর পত্র দেখে তিনি বলেন, 'এই রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি কতটা গভীরে পৌঁছেছে, তা বোঝা যায় এই প্রশ্নপত্র দেখলেই।'

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, এই প্রশ্নোত্তর পত্রের প্রথম থেকে পঞ্চম প্রশ্ন পর্যন্ত যা লেখা রয়েছে, তা কেবল ভাষার অবমাননাই নয়, বরং সরাসরি ছোট ছোট শিশুদের মগজধোলাইয়ের চেষ্টা। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল পরিচালিত এই তোষণবাজ সরকারের শিক্ষা দপ্তর প্রাথমিক স্তরে তোষণের রাজনীতির বীজ বপন করছে। বাংলা ভাষারও দফারফা করছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এই সরকার চায় সমাজের সর্বস্তরে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি প্রভাব ফেলুক। এমনকি শিশুদের চেতনার মধ্যেও সেই রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হোক। তাইই তারা ছোট ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পাঠে এমন কৌশলে তোষণ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।' শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'এটা তৃণমূল সরকারের শিক্ষা নীতি নয়, এটা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এই অবমাননা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'

একুশে সমস্যা হলেই ফোন করুন, নম্বর দিলেন নগরপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশ। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই শহিদ দিবসের গুরুত্ব তৃণমূল কর্মী -সমর্থকদের কাছে বিরাট। কারণ, এই সমাবেশ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন, সেদিকে তাকিয়ে শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা। আর সেই কারণেই এবারের একুশের শহিদ দিবসের সমাবেশে ভিড় অন্যবারের চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। আবার শাসকদলের এই সমাবেশের জন্য সাধারণ মানুষ যাতে কোনও সমস্যায় না পড়ে, তা দেখতে কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই পরিস্থিতিতে একুশে জুলাই রাজপথে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করছে কলকাতা পুলিশ। রাস্তায় কেউ সমস্যায় পড়লে, সাহায্যের জন্য কলকাতা পুলিশকে ফোন করতে পারবেন। সেজন্য তিনটি ফোন নম্বরও দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা।

কলকাতা পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, সোমবার ধর্মতলামুখী ৭টি মিছিল আসবে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়, হেদুয়া পার্ক, হাজরা পার্ক, পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট, হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদহ স্টেশন এবং কলকাতা স্টেশন থেকে মিছিলগুলি আসবে। এছাড়া শহরের প্রায় ২২টি জায়গায় জমায়েত হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা থেকে বাস, গাড়িতে করে আসবেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। কোন জেলা থেকে আসা গাড়ি কোথায় থাকবে, তাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে-

যে বাসগুলো পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া শহর ও গ্রামীণ হাওড়ার গাড়ি পাকিং করা হবে বঙ্গবাসী কলেজ মাঠ, গঙ্গাসাগর মেলা মাঠ, পলাশি গেট রোড, স্ট্যান্ড রোড, কেপি রোড-সহ একাধিক জায়গায়।

যে বাস আসবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং হুগলি থেকে সেগুলো রাখা হবে এজেসি বোস রোড দিয়ে মৌলালি থেকে মল্লিক বাজারের দিকে, সিআইটি রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে বিবি গাঙ্গুলি ক্রসিং পর্যন্ত।

উত্তর কলকাতা ও ব্যারাকপুরের দিক থেকে আসা গাড়ি এবং বাস রাখা হবে শহিদ মিনার মাঠ-সহ এজেসি বোস রোড দিয়ে মৌলালি থেকে মল্লিক বাজারের দিকে। সিআইটি রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে বিবি গাঙ্গুলি ক্রসিং পর্যন্ত।

পাশাপাশি হাওড়া থেকে আসা গাড়ি রাখা হবে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে।

শনিবার ধর্মতলার সভাস্থলের অদূরে এলাকা পরিদর্শনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার।

এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বিধাননগর থেকে আসা গাড়ি রাখা হবে এজেসি বোস রোড দিয়ে মৌলালি থেকে মল্লিক বাজারের দিকে। সিআইটি রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে বিবি গাঙ্গুলি ক্রসিং এবং শিয়ালদহ এলাকায়। অন্যদিকে, দক্ষিণ কলকাতার গাড়ি রাখা হবে ময়দানে ওয়াইএমসিএ মাঠ, আউটট্রাম রোড, মেয়ো রোড, জওহরলাল নেহরু রোড-সহ ডাফরিন রোডে।

একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আমহার্স্ট স্ট্রিট (উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী), বিধান সরণি (কেসি সেন স্ট্রিট থেকে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত), কলেজ স্ট্রিট (দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী), ব্রাবোর্ন রোড (উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী), স্ট্র্যান্ড রোড (হেয়ার স্ট্রিট থেকে রাজা উডমন্ট স্ট্রিট পর্যন্ত), বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট (পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী), বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট (দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী), নিউ সিআইটি রোড (পশ্চিম থেকে পূর্বমুখী), রবীন্দ্র সরণি (বিকে পাল অ্যাভিনিউ থেকে লালবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত) যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এছাড়াও সোমবার ভোর ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শহরে পণ্যবাহী গাড়ি প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে এলপিজি, মাছ, মাংস ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের গাড়ি এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে। এর পাশাপাশি ২১ জুলাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশপাশে (যেমন হেস্টিংস ক্রসিং, ক্যাথিড্রাল রোড, হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ) গাড়ি পার্কিং পুরোপুরি নিষিদ্ধ থাকবে।

শনিবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা জানান, ২১ জুলাইয়ের নজরদারি এবং নিরাপত্তার জন্য যা যা ব্যবস্থা রাখার তা রাখা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের প্রত্যেকটি থানাকে নির্দিষ্ট করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য যা ব্যবস্থা নেওয়ার, তা নেওয়া হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্ট যা যা ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে তাও নেওয়া হচ্ছে।

একইসঙ্গে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ যদি সোমবার রাস্তায় বেরিয়ে কোনও সমস্যায় পড়েন, তার জন্য প্রতিটি গার্ডের দায়িত্বে থাকা ট্র্যাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। এছাড়াও তিনটি নম্বর দেন তিনি। রাস্তায় বেরিয়ে সমস্যায় পড়লে এই নম্বরগুলিতে ফোন করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর হল

১০৭৩

মোবাইল নম্বরগুলি হল

৯৮৩০৮১১১১১ এবং ৯৮৩০০১০০০০

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী দেবাদী ঘোষ, পিতা- মৃত গৌড়হরি ঘোষ, ২) শ্রীমত্যা শাশ্বতী ঘোষ, স্বামী- মৃত গৌড়হরি ঘোষ, উভয়ের সাং - ১৯১ মজুমদার পাড়া, পো:- ইছাপুর, পিন - ৭৪৩১৪৪, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পক্ষে বিগত ইং ১২/০৮/২০২২ তারিখে IV - 28122 নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী দেবব্রত চ্যাটার্জ্জী, পিতা- মৃত দুলাল চ্যাটার্জ্জী, সাং - রানাঘাট নারিকেল বাগান লেন, পো: ও থানা - রানাঘাট, পিন- ৭৪১২০১, মহাশয়। মৌজা- ৫৪ নং সব্দালপুর, দাগ নং ৪৪৩, এল. আর খতিয়ান নং ২৭৪, পরিমান ১ একর ৬৪ শতক , উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট- II B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)

বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।

বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।

M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২০ শে জুলাই। ৩ রা শ্রাবন। রবি বার। দশমী তিথি । জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(আজ শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী র প্রয়াণ দিবস। মহাকাশ চারী নীল আর্মস্ট্রং চন্দ্র পৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ দিবস)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)ডাঃ সন্ধ্যা মন্ডল ধাড়া** স্বামী শ্রী কাঞ্চন কুমার ধাড়া, সাকিম রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর- ৭২১১০১, মহাশয়া বিগত ইং ২২/০৮/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-104/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে – এবং **২)শ্রীমতী মহুয়া মন্ডল** স্বামী শ্রী প্রজ্জল প্রামানিক, সাকিম লেকটাউন, উঃ ২৪পরগণা-৭০০০৮৯, মহাশয়া বিগত ইং ২০/১২/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-363/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রীমত্যা শঙ্করী মন্ডল** স্বামী ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল, সাকিম হুগলী স্টেশন রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩), মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি, অপর শরিক **শ্রীমতী প্রতিমা দাস** স্বামী শ্রী অনুপ্রিয়া দাস মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৪/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5888/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রেশমা বেগম** স্বামী সেখ রাজেস, সাকিম ভাগিরথী লেন, বাগদি গলি, বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১০৫, মহাশয়াকে ০৩ কাঠা বা ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, ৩ নং জে.এল ভুক্ত, এল.আর. ১৫২ ও ৫১৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩২ নং দাগে ভিটি/ইটখোলা ষোল আনায় ১০৬ শতকের মধ্যে ০৩ কাঠা বা ৪.৯৫ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **রেশমা বেগম** স্বামী সেখ রাজেস, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-শ্রীমত্যা শঙ্করী মন্ডল (আমমোক্তার)

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমি **উত্তম দেবনাথ** পিতা-মৃত সুকুমার দেবনাথ সাং মাজদিয়া স্কুল মাঠপাড়া , জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ১৮ নং মাজদিয়া মৌজার এল আর-২৬১৭, নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩৮৫ নং দাগের ৬.৬২ শতক ও এল আর -২৬১৬ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩৮৫ নং দাগের ৪.৯৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২১/০৩/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এডিএস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত -৯০৮ নং আমমোক্তার দলিল বলে ধরমপুর থানা- চুঁচুড়া জেলা হুগলী নিবাসী **সুধাকর সরকার** পিতা মৃত সুধীর চন্দ্র সরকার ও **জ্যোৎস্না সরকার**(মালিক), স্বামী সুধাকর সরকার এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-৩১/০৮/২০২৩ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৯৮৮২ নং দলিল দ্বারা সাং মাজদিয়া স্কুল মাঠপাড়া, নবদ্বীপ ,নদীয়া নিবাসী নমিতা দেবনাথ স্বামী উত্তম দেবনাথ কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে নবদ্বীপ বিএল অ্যান্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন, প্রথম আদালত, চুঁচুড়া
রেফা :- দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমা ৩/২০২৩
উদ্ভূত - দেওয়ানী মোকর্দ্দমা - ১০৮/২০০১
ডিক্রীদার :- শ্রী দেব কুমার চক্রবর্ত্তীর তরফে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অসীম দে
বনাম
দেনী :- শ্রীমতী রীতা কারার, দীং শ্রী শ্যামাচরন ভট্টাচার্য্য, পিতা- মৃত অবনী কুমার ভট্টাচার্য্য, সাকিম - সোমরা, থানা – বলাগড়, জেলা হুগলী ।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী দেব কুমার চক্রবর্ত্তী**, পিতা মৃত ফকির চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাকিম- তোলাফটক নেতাজী সুভাষ রোড, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১০১ এর তরফে নিযুক্ত আমমোক্তার **শ্রী অসীম দে**, পিতা শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দে সাকিম - শান্তি পল্লী, সোনাটুলী লেন, থানা - চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৩ অপরাপর ব্যক্তির সহিত, আপনার বিরুদ্ধে জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া জে. এল. ২০, মৌজা - চুঁচুড়া আর.এস. ৭২৬২ তথা এল.আর. ৮৮৭৭ দাগে ১৲ ষোলো আনা পরিমান বাস্তু সম্পত্তিতে ০.০৬৮ একরের মধ্যে সর্ব্ব পশ্চিম অংশে ০.০১১ একর মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি সম্পত্তি লইয়া স্পেসিফিক পারফরমেন্স অফ কনষ্ট্রাক, স্বত্ব সাব্যস্ত চিরস্থায়ীর নিষেধাজ্ঞা এবং ম্যান্ডেটারী ইনজাংশন দাবী লইয়া উক্ত মহামান্য আদালতে ডিক্রীদার ২০০১ সালের ১০৮ দেওয়ানী - মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া ছিলেন। উক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় ০৮/০৬/২০১০ তারিখে মহামান্য আদালত ডিক্রী প্রদান করেন এবং উক্ত ডিক্রীর আদেশে উক্ত মোকর্দ্দমার ডিক্রীদার উক্ত নং দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনার কোনরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক বাদীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

ডিক্রীদারের পক্ষে
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থ সারথী পাল (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য, সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন, প্রথম আদালত, চুঁচুড়া, ১৫/০৭/২৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল অজয় কুন্ডু পিতা গোপাল কুন্ডু সাকিম কদমাঘাটি, ছাতারকানালী, বাঁকুড়া। গত ১২/১১/২০২১ বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ৪০৮৩/২১, ৪০৮৬/২১ নং কোবালা দলিল মূলে ১) অমুল্য বাঙ্গাল, ২) বন্ধুবিহারী বাঙ্গাল, সর্ব্ব পিতা "যুধিষ্ঠীর বাঙ্গাল, উভয় সাকিম বিকনা কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া ৩) উর্মিলা চৌধুরী, স্বামী নাড়ুগোপাল চৌধুরী, সাকিম রায়বাঁধ মানকানালি, বাঁকুড়া, ৪) শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ, স্বামী গোপাল ঘোষ, সাকিম তাঁতকানালী, বনকাটি, বাঁকুড়া। উক্ত দাতাগণের পক্ষে গত ইংরাজী ০৬/১০/২০২০ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ২২৫০/২০ (১, ২ নং দাতার নিযুক্ত আমমোক্তার) এবং ২২৫১/২০ (৩, ৪ দাতার নিযুক্ত আমমোক্তার) নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ কাপড়ী, পিতা জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, সাকিম জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে বাঁকুড়া, বিকনা মৌজায় (জে.এল-২৩৫) ৪৮২ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৮১৪, ৮১৬, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫৩, নং দাগে ০.৫০৮০ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

॥ আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী অদিতি পাঁজা সেন** স্বামী শ্রী গোপাল কৃষ্ণ পাঁজা, পিতা ৺সরোজ কুমার সেন, সাকিম মৌখালি, চরাশ্যামদাস, বিষ্ণুপুর, দঃ ২৪পরগণা-৭৪৩৫০৩, মহাশয়া বিগত ইং ০৪/০৫/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2991/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী শুভাশীষ সেন**, পিতা ৺সরোজ কুমার সেন, সাকিম ফ্ল্যাট-বি, চতুর্থতলা, কৃষ্ণরেসিডেন্সি, বারোয়াড়ীতলা, কৃষ্ণপুর, বিধাননগর, উঃ ২৪পরগণা-৭০০১০২, হাল সাকিম ইউনিট নং ৬০৬, সপ্তম তলা, টাওয়ার জি টাটা হাউজিং, এভেনিডা প্লট নং ২জি/৭, নিউটাউন এ্যাকশন এরিয়া ৩, নিউটাউন, উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০১৬০, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যথাঃ ১)বিগত ইং ১৬/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5989/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রমেন মন্ডল** পিতা শ্রী রাধাকান্ত মন্ডল, সাকিম বিবাদীপল্লী ভ্যাবলা কালীবাড়ি, ভ্যাবলা, বসিরহাট, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩৪২২, মহাশয়কে ১০ শতক সম্পত্তি এবং ২)বিগত ইং ২২/০৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9918/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী নিত্য রঞ্জন সানা** পিতা শ্রী প্রভাঞ্জন সানা, সাকিম বাবুপাড়া, নতুনগ্রাম, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে ৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা কোলা, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭১৩ ও ৮৩৮ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১১৩১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১০ শতক ও ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১০৭২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৯ শতক তন্মধ্যে ৩ শতক, দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)শ্রী রমেন মন্ডল** পিতা শ্রী রাধাকান্ত মন্ডল এবং **২)শ্রী নিত্য রঞ্জন সানা** পিতা শ্রী প্রভাঞ্জন সানা তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

॥ আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **বৈদ্যনাথ সাহা** এইচ ইউ এফ পক্ষে কর্তা বৈদ্যনাথ সাহা, পিতা – মৃত স্বদেশ চন্দ্র সাহা, সাং – বাঁশবেড়িয়া ক্ষুদিরাম পল্লী, পোস্ট - বাঁশবেড়িয়া, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন -৭১২৫০২। আমার মক্কেল ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল** পিতা- মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র শীল এর কাছ থেকে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করেন । উক্ত ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল**, রুনু শীল মহাশয়ার কাছ থেকে তাহার আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করেন। উক্ত **রুনু শীল**, স্বামী কার্ত্তিক চন্দ্র শীল ওরফে কার্ত্তিক শীল (D.S.R. I HOOGHLY) অফিসে IV – ৫২৮/২০১৮ (**মঞ্জুলা বসু**, স্বামী সুত বিশ্বনাথ বসু), IV - ৫২৯/২০১৮ (**সোমনাথ বসু**, পিতা মৃত বিশ্বনাথ বসু), IV - ৫৩০/২০১৮ (জয়ন্তী দে সরকার, স্বামী দীপেন্দ্র দে সরকার), IV - ৫৩১/২০১৮ (**মঞ্জুলা বসু**, স্বামী মৃত বিশ্বনাথ বসু, **তনুশ্রী বসু**, স্বামী মৃত অমর নাথ বসু, রুদ্রনাথ বসু, পিতা মৃত অমর নাথ বসু), IV - ৫৪১/২০১৮ (**চম্পা বসু**, পিতা মৃত বিশ্বনাথ বসু) নং আমমোক্তারনামা দলিলে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তপশীল:- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, জে. এল. নং – ২২, মৌজা – খামারপাড়া, হাল. এল. আর. ৫৬, ৩০৫, ৩৪০, ৭৯৩ ও ১৩১৬ নং খাতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ১২৭৫ ও হাল. এল. আর ১৭৯০ নং দাগে, ইটখোলা জমির পরিমান – ৬.২৯৯ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি ও ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল** খরিদকৃত সম্পত্তি ও তৎপরে আমার মকেল্লের খরিদকৃত সম্পত্তি হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে **রুনু শীল মহাশয়া** তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিটি ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল** (D.S.R.I HOOGHLY) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I–০৬৬৫২/২০১৮ নং দলিলে বিক্রয় করেন। তৎপরে ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল**, আমার মক্কেলকে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিটি (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I–৬১৬৪/২০২২, I–৬১৬৬/২০২২, I–৬১৬৮/২০২২, I–৬১৬৯/২০২২, I– ৬১৭০/২০২২ নং দলিলের বিক্রয় করেন। আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত ৬.২৯৯ একর সম্পত্তিটি মধ্যে ৮ ছটাক করিয়া সম্পত্তি **তুলসী মন্ডল, কার্তিক দাস, আরতি দাস, লক্ষী মন্ডল, পিঙ্কি বারিক, আরতি দাস, গীতা দাস, আধুরী বর্মন, পুতুলরানী দাস, নারায়ণ দাস, সম্পা দাস, গীতারানী দাস, সুজাতা দাস, বিনারানী প্রামানিক, গৌরাঙ্গ দাস, সুনিতা দত্ত, দিপালী খাঁ, গৌরী দাস, তাপসী বর, বিকাশ দে, ললিতা ঘোষ, সীমা দাস, ঝন্টি দাস, যুথিকা দাস, উষারানী কর্মকার, মালতি বিশ্বাস, সুনিতা দে, সাগর মন্ডল, সেন্তিরানী দাস, কার্তিক চন্দ্র দাস, সন্ধ্যা দাস, মৌসুমী মন্ডল, লক্ষ্মী রানী দাস, ঝর্ণা দাস,অপু দাস, জ্যোস্না দেবী মিশ্র, মনিকা দাস, রাখাল চন্দ্র দাস, দিপালী দাস, মলিনা শীল, সন্ধ্যা দাস, শেফালী দাস, কালাচাঁদ দাস, মিনু চক্রবর্ত্তী, মমতা দাস, পারুল দাস, ঊষারানী দাস, চিন্তাহরন কর্মকার, পার্বতী ঘোষ, শঙ্করীরানী দাস, সাগরিকা মন্ডল, শেফালী দাস** ও তৎপরে ০.০০৯ একর সম্পত্তি **সুরাজ প্রকাশ প্রসাদ** ও ০.০৪১২ একর সম্পত্তি **রুনু ভৌমিক** ব্যক্তিগনকে বিক্রয় করিয়া রেজিস্ট্রি করিয়া দেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমানে ক্রেতাগন তাহাদের খারিদকৃত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডিভিসি-র জল ছাড়া ও সম্ভাব্য নিম্নচাপ মোকাবিলায় জরুরি বৈঠক মুখ্যসচিবের

৯ জেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হল নবান্নে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিভিসি-র লাগাতার জল ছাড়া ও নতুন করে নিম্নচাপের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে ফের জরুরি বৈঠক করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নবান্নে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসে। ডিভিসি-র ছাড়া জলে ইতিমধ্যেই একাধিক জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত। সেই সঙ্গে, ২৩ বা ২৪ জুলাই থেকে ফের নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত ও সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা নিয়েই জরুরি বৈঠক হয় মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকরা। সেই সঙ্গে কৃষি দপ্তর, সেচ দপ্তর এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সচিবদেরও বৈঠকে হাজির থাকতে বলা হয়েছিল।

সূত্রের খবর, শনিবার পাঞ্চেত থেকে প্রায় ৩০ হাজার কিউসেক ও মাইথন থেকে ৩৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও জল ছাড়া হতে পারে বলেও আশঙ্কা। ফলে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে জল ঢোকার সম্ভাবনা প্রবল। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগুলিকে কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে, কোথায় কী ধরনের সতর্কতা জরুরি; তার স্পষ্ট দিকনির্দেশ দেওয়া হয় বৈঠকে।

নিম্নচাপের জেরে নতুন করে বৃষ্টি হলে যাতে বিপর্যয় না বাড়ে, তার জন্য আগাম পরিকল্পনা, ত্রাণসামগ্রী মজুত, প্রয়োজনে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া এবং ব্লকস্তরে মনিটারিং; সবকিছু নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়।

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ব্যক্তি আটক, পোস্টে বেঁধে মার, হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পোস্টে বেঁধে গণপ্রহারের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের রথতলা এলাকায়। এরপর কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরানো হয় অভিযুক্তকে। ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় তীব্র চাঞ্চল্য।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জগৎবল্লভপুরের গোয়ালপোতা এলাকার বাসিন্দা বিমল পাত্র দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মানুষকে ব্যক্তিগত ঋণ পাইয়ে দেওয়া বা ফাইনান্সের মাধ্যমে গাড়ি করে দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ। প্রতারণার শিকার এলাকাবাসীরা জানান, টাকা ফেরতের দাবি জানালে বিমল ফোনে গালিগালাজ করতেন ও টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করতেন। বহুদিন ধরেই অভিযুক্ত পলাতক ছিল বলে জানা যায়।

শনিবার সকালে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় বিমলকে। তখনই ক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে ধরে ফেলে। প্রথমে একটি খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর করা হয়, পরে কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে গোটা এলাকা ঘোরানো হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। তাঁরা বিমলকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে কেউ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতেই জলের তলায় হাওড়া, প্রশ্নের মুখে পুর পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র ঘণ্টাখানেকের টানা বর্ষণেই জলের তলায় হাওড়া শহরের একাধিক এলাকা। রবিবার সকালে হওয়া মাঝারি বৃষ্টির জেরে হাওড়া ময়দান, চার্চ রোড, মহাত্মা গান্ধি রোড, পঞ্চাননতলা রোড, কদমতলা-সহ একাধিক ওয়ার্ডে জল জমে যায়। কোথাও হাঁটু পর্যন্ত জল, কোথাও তা ওঠে আরও ওপরে। বৃষ্টির কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তাঘাটে জমা জল নাভিশ্বাস তুলতে শুরু করে সাধারণ মানুষের। কাপড় গুটিয়ে, জুতো হাতে নিয়ে অনেকেই জল ঠেলে পার হচ্ছেন। একাধিক বাইক ও স্কুটি রাস্তায় বন্ধ হয়ে পড়ে, কোনও যানবাহনকে ঠেলেও নিয়ে যেতে দেখা যায়।

হাওড়া পুরসভার তরফে দাবি করা হয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় পাম্প চালিয়ে জল নিষ্কাশনের কাজ চলছে। পাম্পিং স্টেশনগুলিকে সক্রিয় করা হয়েছে যাতে দ্রুত জমা জল বেরিয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষ যেন দুর্ভোগে না পড়েন।

তবে অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই গোটা শহর এভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ায় হাওড়া কর্পোরেশনের পরিকাঠামো ও প্রস্তুতি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরও পুরসভার জলনিকাশির ব্যবস্থা নিয়ে কড়া সমালোচনায় সরব হয়েছে।

হাওড়া স্টেশনে ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিতিতে টিকিট পরীক্ষায় ধরা অনিয়ম

জরিমানা আদায় ২,৭২,৪১৫ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া বিভাগীয় রেল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শুক্রবার ১৮ জুলাই হাওড়া স্টেশন চত্বরে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট টিকিট পরীক্ষার অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রেল ম্যাজিস্ট্রেট।

সমন্বয়ে ছিলেন হাওড়া শাখার সহকারী বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক (কোচিং)।

এই অভিযান অংশ নেন মোট ৫৬ জন টিকিট পরীক্ষক। তাদের সহায়তায় ছিলেন রেল সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) ১০ জন এবং সরকারি রেল পুলিশ (জিআরপি)-র ১ জন কর্মী। সারাদিন ব্যাপী এই তল্লাশিতে ধরা পড়ে মোট ৫৪৭টি টিকিট সংক্রান্ত অনিয়ম, যার মধ্যে ৪৪৮টি ছিল সম্পূর্ণ টিকিটবিহীন যাত্রা।

অভিযানের ফলস্বরূপ রেল কর্তৃপক্ষের তরফে মোট ২,৭২, ৪১৫ টাকা জরিমানা ও অতিরিক্ত ভাড়া বাবদ আদায় করা হয়। পূর্ব রেল জানিয়েছে, নিয়মবহির্ভূত ভ্রমণ রুখতে এবং যাত্রী শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তারা নিয়মিতভাবে এমন অভিযান চালিয়ে যাবে।

২১ জুলাই উপলক্ষে পথ সভার আয়োজন। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা পুরপারিষদ সদস্য মৃন্ময় দাসের উদ্যোগে এই পথসভা। তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ তর্পণ দিবসকে সফল করার ডাক। সোমবার তার নেতৃত্বে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক শহিদ সমাবেশে যোগ দেবেন বলে জানালেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বাঙালি ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধাচারণ করছেন তার জবাব বাংলার মানুষ দিয়ে দেবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বাংলার মানুষের উন্নয়ন করেছেন তাতে ২৬ এর ভোটে তিনিই আবার জিতবেন বলে জানালেন মৃন্ময় দাস।

বর্ষায় রাস্তায় খানাখন্দ, বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করল পূর্ত দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: লাগাতার বৃষ্টিতে বেহাল রাজ্যের বহু রাস্তা। শহর থেকে গ্রাম; প্রায় সর্বত্র রাস্তার বুকে গর্ত, জমা জল। তবে খানাখন্দ ভরা রাস্তায় দুর্ঘটনা ও মানুষের দুর্ভোগ এড়াতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তা খারাপের অভিযোগ জানাতে চালু রয়েছে হেল্পলাইন নম্বর ৯০৮৮৮২২১১১। ওই নম্বরে অভিযোগ এলেই রাস্তা দ্রুত মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বর্ষার মধ্যে সম্পূর্ণ রাস্তা সারানো সম্ভব নয়। কারণ এই মেরামত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই আপাতত 'ব্রিক স্টিচিং' পদ্ধতিতেই দিয়ে বোজানো হবে গর্ত। বর্ষা কেটে গেলে সেই ইট তুলে রাস্তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হবে।

পাশাপাশি রাস্তার অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করেছে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর। প্রায় ১৯ হাজার ৬০০ কিলোমিটার রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে পূর্ত দপ্তর। বর্ষা শুরু হতেই রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে একের পর এক অভিযোগ জমা পড়ছে নবান্নে। এমনকী, কলকাতা হাইকোর্টও শহরের রাস্তাঘাট ও জলজমা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

এই পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে 'বিশেষ মনিটরিং সেল' গঠন করা হয়েছে পূর্ত দপ্তরের তরফে। সাত-আটজন কর্মীকে এই সেলে রাখা হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের অফিস থেকেই চলবে এই সেলের কাজ।

দেশের প্রাচীনতম বণিক সভার বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি কলকাতায় প্রাচীনতম বণিক সংস্থা বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্শ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর ১৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। মধ্য কলকাতার পার্ক হোটেলে এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, প্রাচীনতম এই বণিক সভার কার্যপ্রণালী এখনও নতুনদের উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এই বণিকসভার ধারাবাহিকতায় রাজ্যের গৌরবময় শিল্প ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি অশোক কুমার বণিক জানান, ঐতিহ্যপূর্ণ এই সংস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে যে ব্যবসায়িক মানসিকতার আবশ্যক তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে তেমনভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তবে সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে সাধারণের কল্যাণে সংস্থা আগামীদিনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আইনজীবী সমাজের উদ্যোগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানাতে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

শিয়ালদহ ডিভিশনে যান্ত্রিক কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একাধিক ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদহ ডিভিশনে যান্ত্রিক ও ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত একাধিক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে সাময়িক পরিবর্তন আনা হয়েছে। পূর্ব রেলের তরফে একাধিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই পরিবর্তনের কথা জানানো হয়েছে। শনিবার রাত ৯টা থেকে আজ রবিবার রাত ৯টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত রানাঘাট স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং কাজ চলবে। এই কারণে নীচের যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে

রানাঘাট, শান্তিপুর শাখা

আপ ৩১৭৮৫, ৩১৭৮১, ৩১৭৮৩

ডাউন ৩১৭৮৮, ৩১৭৮২, ৩১৭৮৬

রানাঘাট, কৃষ্ণনগর শাখা

আপ ৩১৭২৩, ৩১৭২৫

ডাউন ৩১৭২২, ৩১৭২৬

৩৩৭৫২ বনগাঁ, শান্তিপুর লোকাল শান্তিপুরের বদলে রানাঘাট স্টেশনে শেষ হবে

৩৩৭৫১ শান্তিপুর, বনগাঁ লোকাল শান্তিপুরের বদলে রানাঘাট স্টেশন থেকে ছাড়বে

ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ রবিবার লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা লোকাল বাতিল।

আজ ২০ জুলাই ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাতিল থাকবে ৩৪৯৩৫/৩৪৯১৪ লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল।

নতুন ৫টি লোকাল ট্রেন চালু ডায়মন্ড হারবার ও বসিরহাট শাখায়

যাত্রী ভিড় সামলাতে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন চালু করেছে আরও ৫টি নতুন ইএমইউ লোকাল ট্রেন।

ডায়মন্ড হারবার শাখা

ভোর ৫টা সোনারপুর ছাড়ে ৬টা ৫ মিনিট ডায়মন্ড হারবার পৌঁছয়

সকাল ৬টা ৩০ মিনিট ডায়মন্ড হারবার ছেড়ে ৭টা ৫৬ মিনিট বালিগঞ্জ পৌঁছবে

সকাল ৮টা ১৪ মিনিট বালিগঞ্জ ছেড়ে ৮টা ৩৩ মিনিট সোনারপুর পৌঁছবে

বারাসত, বসিরহাট শাখা

সকাল ৬টা ২৪ মিনিট বারাসত ছেড়ে ৭টা ২৫ মিনিট বসিরহাট পৌঁছবে

সকাল ৭টা ৩৫ মিনিট বসিরহাট ছেড়ে ৮টা ৩৭ মিনিট বারাসত পৌঁছবে। রেলের পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে, নতুন পাঁচটি ট্রেন চালু হলে যাত্রীদের চাপ কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসবে।

ঘুড়ি নিয়ে বচসা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার চুনাভাটি লেবুখালি এলাকায় ঘুড়ি নিয়ে শুরু হওয়া একটি সাধারণ বচসা সন্ধ্যায় ভয়াবহ হিংসায় পরিণত হয়। অভিযুক্ত প্রতিবেশী বহিরাগতদের এনে এক যুবকের উপর হামলা চালালে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা পাড়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্দীপ রায় (৩২) বিকেলে ঘুড়ি ওড়ানোর সময় সেটি পড়ে যায় প্রতিবেশী মনোজ সিংয়ের (৫৫) ছাদে। ঘুড়ি আনতে গেলে দু'জনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। অভিযোগ, সন্ধ্যায় মনোজ বহিরাগত ১২ জন যুবককে সঙ্গে নিয়ে সন্দীপের বাড়িতে চড়াও হয়। হাতে লাঠি, প্লাস্টিক পাইপ ও লোহার রড নিয়ে তারা বেধড়ক মারধর করে এবং বাড়ি ভাঙচুর করে।

রক্তাক্ত অবস্থায় সন্দীপকে ব্লক হাসপাতাল হয়ে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এলাকাবাসীর দাবি, বহিরাগতরা মনোজ সিংয়ের বাড়িতেই আশ্রয় নেয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২০ জুলাই ২০২৫, ৩ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

■ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রায়ের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, প্রবাদপ্রতিম দেশ প্রেমিক কবি, নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মদিবসে আমরা তাঁর সৃষ্টিকে স্মরণ করি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

ধনধান্যপুষ্পভরা জন্মভূমিকে স্মরণ করে তাঁর লেখা বহু গান ও দেশপ্রেমের জাগরণে লেখা তাঁর বহু নাটক আজও আমাদের হৃদয়ে গভীর অনুপ্রেরণা জাগায়। এই মহান সাহিত্যিকের জন্য আমার কিছু নিবেদন আছে। আমি যখন রেলমন্ত্রী ছিলাম তখন আমিই 'ধনধান্যে এক্সপ্রেস' চালু করি যা আজও কৃষ্ণনগরে কবির জন্মভূমির ওপর দিয়ে চলে। এ রাজ্যে দায়িত্বে আসার পর আমরা তাঁকেই স্মরণ করে কলকাতার আলিপুরে রাজ্য সরকারের তৈরি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়ামের নাম রেখেছি 'ধনধান্য অডিটোরিয়াম' আর আলিপুর ব্রিজের নাম রেখেছি 'ধনধান্যে সেতু'। এসব নামে নিহিত আছে তাঁরই অমর পক্তি। আজ যখন দেশজুড়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে, বাঙালির বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মের এই পুণ্যদিনে আরো বেশি করে তাঁর লেখা স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে—'ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ...'

বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু

■ ভেঙে পড়ল শতাব্দী প্রাচীন এক জরাজীর্ণ বসতবাড়ির একাংশ। ভেঙে পড়া বাড়ির নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার ভোর রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের এমএন চ্যাটার্জি রোডে। মৃতের নাম দেব কুমার শ্রীমানী (৫৯)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরেই ভগ্নদশায় পড়ে থাকা ওই বাড়িতে তিন শরিকের মধ্যে বর্তমানে দুই পরিবার বসবাস করতেন। স্থানীয় কাউন্সিলর একাধিকবার ওই পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করেছিলেন। এমনকী বিপজ্জনক ওই বাড়ি থেকে তিনি ওদেরকে অন্যত্র চলে যেতেও বলেছিলেন। তবুও মেজ ও ছোট ভাই পরিবার নিয়ে জরাজীর্ণ ওই বাড়িতে বসবাস করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার ভোর রাতের দিকে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির একাংশ। ইট-পাথরের স্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান শরিক পরিবারের ছোট ভাই দেবকুমার বাবু। তাঁর ছেলের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় খড়দা থানার পুলিশ। ধ্বংসস্তূপ থেকে দেবকুমার বাবুকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাড়িটি বিপজ্জনক বাড়িতে পরিণত হওয়ায় একাধিকবার ওদেরকে অন্যত্র চলে যেতে বলা হয়েছিল।

৭ দিনের পুলিশি হেপাজত

■ অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে টিটাগড় থানার পুলিশ পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম আহমেদ আলি ওরফে চুনুয়া, শেখ সাদ্দাম হোসেন, মহম্মদ মনসুর ওরফে ভকাও, মহম্মদ আলী ওরফে মুন্না ও মহম্মদ আহাতেসাম ওরফে খুররাম। পুলিশ চুনুয়ার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। সূত্র বলছে, শুক্রবার মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে বরানগর থানার বনহুগলি মোড় থেকে টিটাগড় থানার পুলিশ ওই পাঁচ দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করেছে। বহুদিন ধরে গা ঢাকা দিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে ছিল কুখ্যাত অপরাধী চুনুয়া। শনিবার ধৃতদের ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

'বাংলা এখন জঙ্গি, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতীদের আশ্রয়স্থল'

বিহারের দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারিতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ধ্বংসের অভিযোগ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ আজ আর পশ্চিমবঙ্গ নেই, হয়ে উঠেছে এক ভয়ংকর নরক, বিহারের পারস হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ ঘটনার তদন্তে রাজ্য থেকে অপরাধীদের গ্রেপ্তারিকে ঘিরে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর মন্তব্য, অপরাধীরা এখন মনে করছে এই রাজ্যই সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ এখানে সরকার, নেতা, প্রশাসন ও দুষ্কৃতীরা এক হয়ে গেছে। আইন নেই, সংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে, রাজ্যটা হয়ে উঠেছে অপরাধের ফুটবল মাঠ।

শমীকবাবুর দাবি, এখানে শুধু বিহারের নয়, বাংলাদেশি ভুজ দলের এজেন্ট, আইএসআইএস-ঘনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক জঙ্গিরাও ধরা পড়ছে। বাংলা হয়ে উঠেছে 'জঙ্গি কার্যকলাপ'-এর নিরাপদ ঘাঁটি। যারা দাদাগিরি করে বেড়াচ্ছে, তারা ইনজেকশন দিয়ে ৮-১০ বছর ধরে টিকে আছে। সরকারকে ফোন করলেও কিছু হয় না, কারণ সরকার নিজেই দুষ্কৃতীদের রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা অনায়াসে রাজ্যে ঢুকে পড়ছে। এই শাসকের প্রশ্রয়েই পশ্চিমবঙ্গ আজ দুষ্কৃতী ও জঙ্গিদের জন্য 'স্বর্গরাজ্য' হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবন, নিরাপত্তা, সম্মান;সব আজ প্রশ্নের মুখে। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, পরিবর্তন চায়।

তবে এই অন্ধকারের মাঝেই সৌজন্য সাক্ষাতে এক মুহূর্ত আলোর কথা উঠে আসে। শনিবার সকাল ১০টায় হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করতে চলা অধ্যাপক অসীম ঘোষের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, অসীমবাবু আমাদের দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, একজন খ্যাতনামা শিক্ষক। বহুবার তাঁর সঙ্গে একাডেমিক আলোচনায় বসেছি। আজ তিনি হরিয়ানার রাজ্যপাল হচ্ছেন; এ গর্বের মুহূর্ত। তাঁর মেধা ও নেতৃত্ব নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে।

নতুন করে বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ, উত্তরে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন করে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপ আগামী ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। ওই সময় দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়ায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। এদিকে বিগত কয়েক সপ্তাহে পর পর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে চাপ বেড়েছিল ডিভিসির উপর। জলে ডুবেছে পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃর্ণ এলাকার পাশাপাশি আরামবাগ, গোঘাটের বড় এলাকা। জলের তলায় ঘাটালের বড় অংশ। এবার ফের নিম্নচাপ হলে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতির নতুন করে অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

তবে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ২৪ জুলাই নাগাদ উত্তর বঙ্গোপসাগরে আবার তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ অঞ্চল। সে কারণে ২৩ জুলাই থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে রবিবার প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গে ২১ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সব জেলাতে। রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। এরপরই সোমবার ২১ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সব জেলাতে। দু-এক জায়গায় দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে।

শনিবার রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে ছিল। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি ছিল। রোদ উঠলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতায় শনিবারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৬ থেকে ১০০ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৭ ডিগ্রি থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৩২.৬ মিলিমিটার।

চোখের ইশারায় টার্গেট বাছাই, বানজারা গ্যাংয়ের শিকার হচ্ছেন বিদেশিরা

বাড়তি নজরদারি কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদেশি পর্যটকদের শিকার হিসেবে এবার বেছে নিচ্ছে রাজ্যের 'বানজারা গ্যাং'। প্রথমে এরা ভিক্ষা চাওয়ার নামে একসঙ্গে ঘিরে ধরে। তারপর পায়ে পড়ে যাওয়া থেকে ধাক্কা লেগে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান করা এদের কৌশল। আদতে এই ভাবে এরা তাদের 'শিকার'কে বিভ্রান্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর এই সুযোগেই পথচারীর পকেট থেকে টাকা, মোবাইল, কখনও বা মানিব্যাগ হাতিয়ে নেয়। এমন ঘটনা আগে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু এবার তাদের ধরতে নতুন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছে পুলিশও। কারণ, পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শহরের আশপাশের জেলার বিভিন্ন জায়গায় ডেরা বেঁধে থাকা বানজারাদের 'নাবালক গ্যাং'কে দিয়েই বড়রা এই অপরাধ করাচ্ছে। সিনিয়রদের চোখের ইশারায় কিশোর-কিশোরীরা বিদেশিদের টার্গেট করে। কারণ, তাদের মূল লক্ষ্য হল বিদেশিদের কাছ থেকে বিদেশি মুদ্রা ও মূল্যবান মোবাইল হাতিয়ে নেওয়া।

সম্প্রতি পার্ক স্ট্রিটে এক বিদেশি পর্যটকের কাছ থেকে এই ছকেই ইউরো, পাসপোর্ট হাতিয়ে নেয় বানজারাদের 'নাবালক গ্যাং।' এবার রাজ্যের অন্য জেলা বা শহরগুলিতেও এভাবে তারা দৌরাত্ম্য শুরু করেছে কিনা, সেদিকেও নজর রয়েছে পুলিশের। এই ধরনের ঘটনার তদন্তে নেমে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ আধিকারিকরা মধ্য কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটে তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেন। ফরাসি পর্যটকের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া আড়াই হাজার ইউরো ও পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়। এবার এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ওই বানজারাদের সন্ধান চলছে। পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, এই গ্যাংগুলির একটি অংশ হুগলি জেলার বিভিন্ন জায়গায় ডেরা বাঁধে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি জায়গাতেও রয়েছে তাদের আস্তানা। আর এরা শহরে আসে বা যায় সাধারণত খুব সকাল বা বেশি রাতের ট্রেনে। শিকার ধরার সহজ জায়গা হিসেবে বেছেও নিয়েছে পার্ক স্ট্রিট, শেক্সপিয়র সরণি এলাকা। আর এই দলে থাকে সাত থেকে ১৫ বছর বয়সের কিশোর ও কিশোরী। হাতে থাকে থালা। সঙ্গে থাকে দুই থেকে তিনজন যুবক বা যুবতী। এই যুবক বা যুবতীরাই চোখের ইশারায় জানিয়ে দেয়, কোন পথচারীকে টার্গেট করতে হবে। সেই অনুযায়ী তারা ঘিরে ফেলে সেই পথচারীকে। এসবের আগেই তালিম হয় তাদের নিজস্ব ডেরায়। পুলিশের ধারনা, এবার এরা তাদের শিকার হিসেবে বেছে নিচ্ছে বিদেশিদের। আর এই অপরাধ বন্ধ করতে পার্ক স্ট্রিট, শেক্সপিয়র সরণি, নিউ মার্কেটের রাস্তাগুলিতে অতিরিক্ত নজরদারি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মদন মিত্রের পায়ের তলায় মাটি নেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাঙালি অস্মিতাকে সামনে রেখে এবার হুঁশিয়ারি দিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি মঞ্চ থেকে মদন মিত্রের হুঁশিয়ারি, বাঙালির গায়ে হাত পরলে, বিজেপির হাতের মুঠো কিভাবে ভাঙতে হয়, তা তৃণমূল কর্মীরা জানেন। মদনের এহেন হুঁশিয়ারিকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, মদন মিত্রের কথার কোনও গুরুত্ব নেই। মদন মিত্রের পায়ের তলায় মাটি নেই। তৃণমূলের লোকজন ওনার সঙ্গে নেই। তাই এসব বলে উনি দলে 'দর' বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর দাবি, কামারহাটিতে দলের তরফে একজন ভালো প্রার্থী দাঁড় করালে, মদন মিত্র হেরে ভূত হয়ে যাবেন। তাঁর অভিযোগ, মদন মিত্রের সঙ্গে থাকা কয়েকজন জেহাদি কামারহাটিতে লুটপাট করছে কিন্তু ভদ্র সনাতনীরা ওখানে ভয়ে চুপ করে থাকেন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের আরও দাবি, এখন কামারহাটি মানেই গুন্ডারাজ। কামারহাটি মানেই তোলাবাজি। তাঁর কথায়, তৃণমূল দলে থেকে লুটপাট কর। ভাগ দাও আর নিজে ভাগ নাও। এটা মমতা ব্যানার্জির একটা অদ্ভুত 'থিওরি'।

তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ স্মরণের সভার সমর্থনে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে মিছিল। ছবি: অদিতি সাহা

জবানবন্দি এড়িয়ে যাচ্ছেন জোকা ধর্ষণ-কাণ্ডের নির্যাতিতা?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইআইএম জোকা-কাণ্ডে গোটা তদন্তে যেন 'অসহযোগিতা' করছেন খোদ নির্যাতিতাই। একের পর এক তারিখ দেওয়া হলেও খোঁজ নেই নির্যাতিতার। এদিকে যে ঘটনা ঘটেছে আইআইএম জোকাতে তাতে এমন ঘটনায় বিচারকের সামনে পুলিশের উপস্থিত গোটা ঘটনার গোপন জবানবন্দি দিয়ে থাকেন নির্যাতিতারা। একই ভাবে মেডিকো লিগ্যাল টেস্টও করা হয়। যা সাধারণ ভাবে ধর্ষণের ঘটনার পর হয়ে থাকে। সেই টেস্টের সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও নির্যাতিতার তরফ থেকে সম্মতি মেলেনি। আর তার সম্মতি ছাড়া এই টেস্ট অসম্ভব। কিন্তু সেই নির্যাতিতার জন্য তিনবার দিন ঠিক করেও তাঁর দেখাই মেলেনি। ফলে জবানবন্দি দেওয়া তো দূর-অস্ত।

আদালতে গরহাজিরা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার জোকা আইআইএম-এ ধর্ষণের ঘটনায় গোপন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য নির্যাতিতাকে আলিপুর আদালতে হাজির হতে বলা হয়। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও এদিনও তাঁর দেখা মেলেনি। যার জেরে জবানবন্দি নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। আর সেই কারণেই আপাতত চতুর্থবারের জন্য পরের সপ্তাহের শুক্রবার আরও একটি দিন ধার্য করল আদালত।

এদিকে সূত্রে খবর, নির্যাতিতার গরহাজিরা হাতিয়ার করে আইআইএম-কাণ্ডে অভিযুক্তের জামিনের আবেদন করে তার সওয়ালকারী। এমনকী, অভিযোগকারী বা নির্যাতিতার বক্তব্যে অসঙ্গতি রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। পাল্টা জেল হেপাজতের আবেদন জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী। যাতে সায় দেয় আদালত। খারিজ হয় অভিযুক্তের জামিন আবেদন।

দুই রাজ্যে ভোটার হওয়ায় বঙ্গের তালিকা থেকে বাদ ৭ হাজার ৮০০ ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিহারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে। এই কর্মসূচিতে ভিন রাজ্যে থাকা বিহারের ভোটাররা যাতে অংশগ্রহণ করেন সেজন্য অন্য রাজ্যে প্রচার চালানোর পরামর্শ দিল নির্বাচন কমিশন। এদিকে বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিনোদ সিং গুঞ্জিয়াল পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সহযোগিতা চেয়ে এ ব্যাপারে চিঠিও দেন। শুধু তাই নয়, এ জন্য নির্দিষ্ট 'কিউআর' কোড রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে পাঠানোও হয়েছে। একইসঙ্গে এও বলা হয়েছে, এই কিউআর কোড বিহারের ভোটারদের কাছে যাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিনোদ সিং গুঞ্জিয়াল এও জানান, রাজ্যে বসবাসকারী বিহারের ভোটাররা সরাসরি কমিশনের ইসিআইনেট অ্যাপের মাধ্যমে অথবা 'কিউআর' কোড ব্যবহার করে ফর্ম ডাউনলোড করে তা পূরণ করে আবেদন জানাতে পারবেন। এই আবেদন অনলাইনে অথবা পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে বিএলওদের কাছে জমা দেওয়া যাবে। ফর্মের সঙ্গে নির্দিষ্ট ১১টি নথির যে কোনও একটি জমা দিতে বলা হয়েছে। ২৫ জুলাই পর্যন্ত এই আবেদন করা যাবে। এদিকে আগামী ১ অগস্ট বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেখানে কোনও নাম নিয়ে আপত্তি থাকলে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা জানাতে হবে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানান, শেষবার রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়ে ৩৫ হাজার ভিন রাজ্যের মানুষের নাম তালিকায় পাওয়া গিয়েছিল।

যাঁদের নাম পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তাঁদের নিজের রাজ্যেও রয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৮০০ ভোটার জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা নিজের রাজ্যের ভোটার হিসেবেই থাকতে চান। ফলে পশ্চিমবঙ্গের তালিকা থেকে এদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।

শহিদ সমাবেশ ঘিরে বড়সড় যান নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতি কলকাতায়

বিজ্ঞপ্তি জারি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার ধর্মতলায় আয়োজিত তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ সমাবেশ ঘিরে শহরে ব্যাপক যান নিয়ন্ত্রণের কথা ঘোষণা করল কলকাতা পুলিশ। আদালতের একাধিক শর্ত মেনে চলার বার্তা দিয়ে ইতিমধ্যেই ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় রদবদলের নীলনকশা প্রকাশ করেছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। শনিবার এবিষয়ে একটি বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।

ঘোষণা অনুযায়ী, সোমবার ভোর ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শহরের একাধিক রাস্তায় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি থাকবে। বিশেষ করে ধর্মতলার দিকে যাওয়া সমস্ত রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানো যাবে না। কোথাও যানজট হলে আশেপাশের বিকল্প ছোট রাস্তাগুলি ব্যবহার করা হবে। সব ধরনের পণ্যবাহী গাড়ির প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে সকাল থেকেই। তবে মাছ, মাংস ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বহনকারী গাড়িগুলি ছাড় পাবে।

ওড়িশায় ছাত্রীর গায়ে আগুন দেওয়ার ঘটনায় বিজেপিকে বিঁধলেন মন্ত্রী শশী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওড়িশায় ১৫ বছরের ছাত্রীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় তোলপাড় সমাজমাধ্যম থেকে রাজনৈতিক মহল। এই সাংঘাতিক ঘটনার সঙ্গে 'বেটি বাঁচাও' স্লোগানকে কটাক্ষ করে বিজেপিকে বিঁধলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। এমন ঘটনা ঘটেছে ওড়িশার নীমপড়ার বেয়াবারে। শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিল বছর পনেরোর এক ছাত্রী। হঠাৎ তার রাস্তা আটকে গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় তিন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কিশোরীকে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, মেয়েটির রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিলেন তিনজন। কিছুক্ষণ বচসা হয় মেয়েটির সঙ্গে। তার পরেই মেয়েটির গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চম্পট দেন তিনজন। দগ্ধ অবস্থায় রাস্তায় ছটফট করছিল মেয়েটি। কয়েকজন তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ পরে তাকে ভুবনেশ্বর এইমসে স্থানান্তর করে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী মেয়েটির হাত-পা এবং গলা পুড়ে গিয়েছে। শরীরের অন্যান্য অংশেরও বেশ খানিকটা ক্ষতি হয়েছে।

আর এই ঘটনাতেই বিজেপিকে বিঁধলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। বলেন, "বিজেপির ডবল-ইঞ্জিন রাজ্য ওড়িশায় ১৫ বছরের এক কিশোরীকে প্রকাশ্য রাস্তায় পেট্রোল ঢেলে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। মেয়েটা এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এটা বিজেপি-শাসিত রাজ্যের বাস্তব চিত্র, যেখানে একটা মেয়েও নিরাপদ নয়। 'বেটি বাঁচাও' বলে যারা বুক ফুলিয়ে ভোট চায়, তাদের নিজেদের শাসিত রাজ্যেই মেয়েদের সুরক্ষা নেই। দুষ্কৃতীরা এখনও অধরা, জাতীয় মহিলা কমিশন পুরোপুরি চুপ। এই দ্বিচারিতার জবাব মানুষই দেবে।"

আহত কিশোরীর পরিবারের দাবি, এক বন্ধুকে বই দেওয়ার জন্য সকালে বেরিয়েছিল সে। বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে। তবে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে তারা। তা ছাড়া প্রণয়ঘটিত কোনও কারণ নেই বলেই দাবি করেছে পরিবার। অন্যদিকে, পুলিশ এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে পারেনি। যে জায়গায় ওই ঘটনাটি ঘটেছে, সেখান থেকে থানা মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে। এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

এদিকে ছাত্রীকে হেনস্তা এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়েছেন ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী প্রবতী পারিদা। এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত দুর্ভগ্যজনক' বলে আখ্যা দিয়ে মহিলা উপমুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন অবিলম্বে অভিযুক্তদের ধরা হবে। আইনের মাধ্যমে তাঁদের কঠিনতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেছেন, মেয়েটির চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে ওড়িশা সরকার।

সম্পাদকীয়

এগিয়ে থাকার দিন অতীত, শিক্ষায় আদর্শ শহরের তালিকায় বিশ্বের প্রথম দেড়শোতেও ঠাঁই হল না কলকাতার

পড়ুয়াদের জন্য ও পঠনপাঠনের জন্য বিশ্বের আদর্শ শহরগুলির তালিকায় প্রথম ১৫০ টির মধ্যেও ঠাঁই হল না কলকাতার। কিন্তু কলকাতাকে টেক্কা দিয়ে তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে দেশের বাকি তিন মেট্রো শহর, দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাই। দেশের চতুর্থ শহর হিসেবে জায়গা পেয়েছে বেঙ্গালুরুও। কিন্তু নাম নেই কলকাতার। বাকি চারটি শহর শুধু নিজেদের জায়গাই ধরে রাখেনি, ক্রমতালিকায় আরও ওপরে উঠে এসেছে। অর্থাৎ তারা এগোচ্ছে। উল্টোদিকে করুণ ছবি কলকাতার। অথচ এই কলকাতাকে নিয়ে একদা কত গর্ব, কত অহঙ্কার, কত ঐতিহ্যের কথা শোনা যেত। এখনও বাংলা তথা কলকাতার মানুষের একাংশ এখানকার শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের স্বপক্ষে গলা ফাটান। তাঁদের গালে সপাটে চড় বসিয়ে দিয়েছে সাম্প্রতিক এই সমীক্ষা। সমীক্ষাটি করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা কোয়াককারেরি সিমন্ডস বা কিউএস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের একাধিক শহর এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। রয়েছে ভারতের চারটি শহর। নিয়ম করে প্রতি বছরই তারা এই সমীক্ষা চালায়। এ বছরের ‘কিউএস বেস্ট স্টুডেন্ট সিটিজ’-এর তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বিশ্বের ১৫০টি শহরের নাম রয়েছে। এ বছর এক নম্বরে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল। দ্বিতীয় জাপানের টোকিয়ো। তিন নম্বরে রয়েছে ইংল্যান্ডের লন্ডন। শহরগুলির স্কোর যথাক্রমে ১০০, ৯৯.৯ এবং ৯৭.১। দেশের মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে মহারাষ্ট্রের মুম্বই। বিশ্বের মধ্যে ৯৮। দেশের দ্বিতীয় দিল্লি। বিশ্ব ক্রমতালিকায় স্থান ১০৪ তম। দেশের তৃতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই। বিশ্বের মধ্যে যথাক্রমে ১০৮ এবং ১২৮ নম্বরে। শুধু নিজেদের জায়গা ধরে রাখা নয়, গত বছরের তুলনায় প্রত্যেকেই বেশ কয়েক ধাপ উঠেছে তালিকায়। আর সেখানে আমাদের গর্বের কলকাতার নামটাই নেই। বেশ কিছু ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে, শহরে পড়াশোনার মান, চাকরির সুযোগ, সুবিধা, পড়াশোনা চালানোর খরচ, পড়ুয়াদের সন্তুষ্টি, তাঁদের জীবনযাত্রা, ও সংশ্লিষ্ট শহরে পড়াশোনার জন্য পড়ুয়াদের আগ্রহ-সহ আরও কয়েকটি বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য সবেতেই ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে কলকাতা। কর্তারা কি দেওয়ালের লিখন পড়তে পারছেন?

শব্দবাণ-৩৩৪

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. উৎসব ৩. অকপট, খোলামেলা ৫. ব্যাকরণের এক অধ্যায় ৬. লজ্জা ৭. ব্যর্থ হয় না এমন,অব্যর্থ ৯. দুয়ার ১১. কটাক্ষ,অপাঙ্গদৃষ্টি ১২. খুন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক ২. অগ্নি ৩. সমীপস্থ, সন্নিহিত ৪. আহত ৭. পশুর চামড়া ৮. বনেদি ৯. দশ দিন ১০. পূর্বে থেকে অবহিত করণ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৩৩

পাশাপাশি: ২. সাম্রাজ্যবাদ ৩. দাদাঠাকুর ৬. গণকবর ৭. পাচনবাড়ি।

উপর-নীচ: ১. আইনানুগ ২. সাম্প্রদায়িক ৪. ঠাকুরবাড়ি ৫. রকবাবন্দী।

জন্মদিন

আজকের দিন

নাসিরুদ্দিন শাহ

১৯২৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজেন্দ্র কুমারের জন্মদিন।

১৯৫০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের জন্মদিন।

১৯৭৬ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দেবাশিস মহান্তির জন্মদিন।

বাংলা রিপোর্টাজের প্রথম যুগ: ‘স্বাধীনতা’র ননী ভৌমিক

সঞ্জয়কুমার দাস

‘রিপোর্টাজ’ শব্দটির উৎস সন্ধানে পৌঁছে যেতে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্ দশকে। পোল্যান্ডের ‘দি ডেমোক্রাটিক জার্নালিস্ট’ পত্রিকায় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পরিভাষাটি প্রথম গৃহীত হয়। তবে ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলায় এ প্রকল্পের সূচনা। মুখ্যত বলা যেতে পারে, সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয়ই বাংলা রিপোর্টাজের প্রথম প্রবর্তক। ‘রিপোর্টাজ শুধু তথ্য নির্ভর খবর নয়, সেই তথ্যের কাঠামোর ওপর যখন পারিপার্শ্বিক সত্যের, এমন কি কিছু কিছু জীবন্ত চরিত্রের রঙ চড়ে, তখনই তা শুকনো সংবাদ বিবরণের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। সাংবাদিকতায় এসে পড়ে সাহিত্যের মেজাজ।’১ বিশ্বসাহিত্যে জন রীডের ‘দুনিয়া কাঁপানো দশদিন’ কিংবা জুলিয়াস ফুচিকের ‘ফাঁসির মঞ্চ থেকে’ রিপোর্টাজ সাহিত্যের খ্যাতনামা দলিল। ‘দুনিয়া কাঁপানো দশদিন’ বাংলা অনুবাদে বাঙালি পাঠকের এক প্রিয় গ্রন্থ। শ্লাঘনীয় বিষয়টি হলো, ননী ভৌমিকই সে গ্রন্থের অনুবাদক। গ্রন্থীয় অবয়বে পাঠকের হৃদয় হরণকারী ‘দুনিয়া কাঁপানো দশদিনে’র স্রষ্টা জন রীড পেশায় ছিলেন একজন খ্যাতিমান আমেরিকান সাংবাদিক। আর জুলিয়াস ফুচিকও একজন চেকোস্লাভিয়ান সাংবাদিক। বিস্ময়ের কথা, ‘ফাঁসির মঞ্চ থেকে’ রিপোর্টাজটি জুলিয়াস ফুচিক লেখেন কারাগারে বসে সিগারেটের প্যাকেটে। যা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অর্থাৎ কী জন রীড, কী জুলিয়াস ফুচিক উভয়েই ডাকসাইটে সাংবাদিক। তাঁদের সাহিত্যিক সত্তা, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার পরেও এ কথা বলা।

সমান্তরালে বাংলা ভাষায় রিপোর্টাজ লিখিয়েদের প্রাথমিক পর্বে যাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তাঁরা হলেন সোমনাথ লাহিড়ী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, ননী ভৌমিক, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পরবর্তীতে অকালপ্রয়াত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রিপোর্টাজ লিখে সাহিত্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হিটলারের ন্যাৎসী বাহিনী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে চেকোস্লাভিয়া দখল করলেও অকুতোভয় জুলিয়াস ফুচিক কর্মে অবিচল থাকেন। এরপর তাঁর গ্রেপ্তার ও প্রহসনিক বিচারে ফাঁসির আদেশ বাস্তবায়িত হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর। ঠিক মাস পনেরো পরে অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায় সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে বাংলা রিপোর্টাজের পথ চলা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইলিয়া ইরেনবুর্গ, মিখাইল শোলোকভ, কবি কনস্তান্তিন সিমোনোভ প্রমুখের বিশ্বখ্যাত রিপোর্টাজকে পাথেয় করে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক-মজুর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিস্ট বিরোধী একদল সাংবাদিক-সাহিত্যিক ‘স্বাধীনতা’র কক্ষপথে আবর্তন করে ছড়িয়ে পড়েন বাংলার আনাচে-কানাচে। ‘স্বাধীনতা’ দৈনিকের পৃষ্ঠায় ছেপে বেরোনো রিপোর্টাজে মুগ্ধতার পাশাপাশি সত্যের নগ্ন রূপ দেখে শঙ্কা জাগে দেশবাসীর মনে। সেই রিপোর্টাজ লিখিয়েদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তাঁর ‘ভুবননগর এড়িয়ে’ একটি বিখ্যাত রিপোর্টাজ। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের ‘দুটি অবিস্মরনীয় মুহূর্ত’ কিংবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আমি ইন্ডিয়া’ সাড়া জাগানো রিপোর্টাজ।

‘রিপোর্টাজ’কে আজ আর সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়না। টিএস এলিয়ট সাংবাদিকতাকেও সাহিত্যের গোত্রভুক্ত করার পক্ষপাতি। আমাদের মনে হয় সংবাদের সাথে সাহিত্যের সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। ‘কল্পনা’ সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও সংবাদে তার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু লেখনি শক্তির প্রাচুর্যে ননী ভৌমিক এমন কিছু রিপোর্টাজের জন্ম দিয়েছেন, যা সত্যিই বিস্ময়কর। শুধু তাই নয়, রিপোর্টাজের ফর্মকে তিনি ছোটগল্পের বনিয়াদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আমরা যদি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘ধানকানা’র প্রথম গল্পটির কথাই বলি, তাহলে সেখানেও দেখব রিপোর্টাজের বস্তুগুণ। ‘একটি দিন ১৯৪৪’ একটি সার্থক ছোটগল্প, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যাবৎ সনাতনী ছোটগল্পের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যে বনিয়াদ রচনা করলেন তাতে রিপোর্টাজের মাহাত্ম্য গুণ আছে যথেষ্ট। ননী ভৌমিক সংখ্যাতত্ত্বে ঠিক কতখানি রিপোর্টাজ লিখেছিলেন, তা বলা অসম্ভবপ্রায়। ননী ভৌমিককে বাংলা সাহিত্যের মূল আলোচনায় অন্তর্ভুক্তের কোনো প্রয়াসই গ্রহণ করেনি তাবড় তাবড় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। সর্বত্রই এক অনীহার বাতাবরণ। তবু ‘কথারূপ’ সম্পাদক গৌতম অধিকারী মহাশয় ও ‘গল্পসরণি’ সম্পাদক অমর দে মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা আমাদের নিকট বড়োই শ্লাঘনীয়। অবশ্য সে শ্লাঘার সোপান প্রস্তুতের গৌরবকার ‘উত্তরধ্বনি’ সম্পাদক বীরেন চন্দ মহাশয়। তন্মধ্যেও ননী ভৌমিকের রিপোর্টাজের তথ্যানুসন্ধানে ‘কথারূপ’ প্রশংসার দাবি রাখে। বলা যেতে পারে, রিপোর্টাজকে কেন্দ্র করে ননী ভৌমিকের আলোচনায় আমাদের একমাত্র সহায় ‘কথারূপ’। ‘কথারূপে’র সৌজন্যেই জেনেছি ননী ভৌমিকের লেখা সাতটি রিপোর্টাজের কথা। যে তালিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করছি,

ক্রম	শিরোনাম	প্রকাশস্থল	প্রকাশকাল
১.	দিনাজপুরের স্বাধীনতা সৈনিকের রায়	জনযুদ্ধ	১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬
২.	বর্ধমানের গ্রামে অপ্রকাশিত দাঙ্গার খবর	স্বাধীনতা	২২ মে, ১৯৪৬
৩.	আধিয়ারদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া জোতদারদের বাঁচাইবার সরকারী ব্যবস্থা	স্বাধীনতা	২৮ জুলাই ১৯৪৬
৪.	গৃহযুদ্ধে গৃহহারাদের জবানবন্দী	স্বাধীনতা	২৬ আগস্ট ১৯৪৬
৫.	জলপাইগুড়ির গ্রামে	স্বাধীনতা	১৮ অক্টোবর ১৯৪৬
৬.	বিক্ষুব্ধ ডুয়ার্স	স্বাধীনতা	৩ নভেম্বর ১৯৪৭
৭.	গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে	স্বাধীনতা	২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭

এ প্রসঙ্গে বলি, উপরোক্ত সাতটি রিপোর্টাজের প্রকাশকাল জানান দিচ্ছে আরও কিছু রিপোর্টাজের ইঙ্গিত। এমন ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি গোলাম কুদ্দুস মহাশয়ের সাক্ষাৎকারে। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গোলাম কুদ্দুস মহাশয় জানান, ‘‘লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের ত্রাণশিবিরে গিয়ে শুনি, মুসলমানরা বলছে, যে হিন্দুরা তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে তাদের মধ্যে ‘খোদা’ আছেন। কী আশ্চর্য, হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যেও একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখেন ননী ভৌমিক, আশুতোষ কলেজের ত্রাণ শিবিরে গিয়ে। আমাদের দুজনের রিপোর্ট ‘স্বাধীনতা’-য় একই দিনে একই পাতায় ছাপা হয়।’’২ অথচ এই রিপোর্টাজের শিরোনাম ও মূলপাঠ আমাদের সংগ্রহের অতীত। কেবলমাত্র একটি রিপোর্টাজের সম্পূর্ণ ভাষ্য আমরা পাঠের সুযোগ পেয়েছি ‘কথারূপ’ পত্রিকার সৌজন্যে। এ পর্বের আলোচনায় ‘কথারূপ’ই আমাদের একমাত্র সঙ্গী।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারি ‘সাপ্তাহিক জনযুদ্ধ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘দিনাজপুরের স্বাধীনতা সৈনিকদের রায়’ শিরোনামে লুকায়িত ইতিহাস জানান দিচ্ছে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসারতা। দিনাজপুর বিভাজন পূর্ব ভারতবর্ষের এক জেলা। বিভাজনের ফলে দিনাজপুরের খন্ডাংশ স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত হয় পশ্চিম দিনাজপুর নামে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম দিনাজপুর ভেঙে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে দুটি স্বতন্ত্র জেলার জন্ম। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নজরকাড়া কেন্দ্রে পরিণত হয়। কেননা ‘১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন বাংলার নানা জেলায় শুরু হয়ে যায়। দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, কাকদ্বীপ, রংপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, যশোহর ছিল তাদের মধ্যে অগ্রণী।’৩

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও-এ তেভাগা কৃষক আন্দোলনের তীব্রতা ছিল বিস্ময়কর। নিজ খোলানে ধান তোলা, কর্জা ধানের সুদ না দেওয়া এবং আধিয়ার বাতিল করে তেভাগার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে দিনাজপুর। সুশীল সেনের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান একই সারিতে দাঁড়িয়ে জোর প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তোলে। পিছু হটে রাজ প্রশাসন।

আবার ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে ‘বর্ধমানের গ্রামে অপ্রকাশিত দাঙ্গার খবর’-এ গ্রাম বাংলায় ভয়াবহতার স্বরূপ উদঘাটিত। বৃহত্তম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা উঠলে আবশ্যিকভাবে মনে দোলা দেয় ‘রশিদ আলী দিবস’ বা ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’-এর স্মৃতি। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস এর দিনে কলকাতায় শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালী, বিহার, গড়মুক্তেশ্বর (উত্তর প্রদেশ) এবং পাঞ্জাবে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেদিন কেবল মাত্র কলকাতাতেই ৫০০০ মানুষ নিহত হন এবং আহত হন প্রায় ১০০০০ মানুষ। লক্ষ্য করার বিষয়, রশিদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠার পূর্বেই বর্ধমানের গ্রামে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যা কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হলেও ‘স্বাধীনতা’র সাংবাদিক হিসেবে অকুতোভয় ননী ভৌমিক সে বিষয়ে কলম ধরেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ‘‘মানুষ যখন মরে তখনও, মানুষ যখন মরে যাইনি তখনও। হাজার ঘটনায়, হাজার খবরে এই অবহেলিত অসহ্য একটা খবরই তুলে ধরতে চেয়েছে ‘স্বাধীনতা’র সাংবাদিকরা।’’৪ ‘স্বাধীনতা’র সাংবাদিক হিসেবে ননী ভৌমিকের অভিব্যক্তি ‘‘একদিন যখন আমায় বলা হল ‘স্বাধীনতা’র সংবাদ সংগ্রহের জন্য যেতে হবে মফস্বলে, সেখান থেকে এমন খবর পাঠাতে হবে যা দু’কলম শিরোনাম দিয়ে ছাপা হবে সংবাদপত্রে, তখন কিন্তু উৎসাহের ফাঁকে ফাঁকে অসস্তিও বোধ করেছিলাম , আসলে হয়ত অন্যান্য পত্রিকাই ঠিক, আসলে হয়ত সত্যিই খবর নেই গ্রামে। সংবাদ? কি এমন আছে সংবাদ দেবার মত?’’৫

ননী ভৌমিকের এই জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে, তারই কলম প্রসবিত রিপোর্টাজে। ‘আধিয়ারদের মুখের গ্রাস করিয়া জোতদারদের বাঁচাইবার সরকারি ব্যবস্থা’ শিরোনামাঙ্কিত রিপোর্টাজটি প্রকাশিত হয় ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই। ‘আধিয়ার’ প্রাক্-মুদ্রা যুগের কৃষি ব্যবস্থা। চাষি ও জমির মালিকের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উৎপাদিত ফসলের আধাআধি বন্টনই এই প্রথার সনাতনী নিয়ম। কিন্তু রায়তিসত্ত্ব আইন (১৮৫৯), বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫), প্রজাস্বত্ব আইন (১৯২৮), দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মুদ্রাস্ফীতি এবং সর্বোপরি অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আধিয়ার কৃষক ভাতে মারা পড়তে থাকে। ক্রমেই তারা আধিয়ার থেকে কৃষি মজুরে পরিবর্তিত হয়। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা শীর্ষদেশ স্পর্শ করতে থাকে। ঠিক এসময়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষানসভা আধিয়ারদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করে। ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন সরকার ভূমি রাজস্ব জনিত কারণে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে গঠন করে ফ্লাউড কমিশন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ কমিশনের পেশ করা রিপোর্টে তেভাগার সুপারিশ করা হয়। আধিয়াররা সেদিন তেভাগার দাবিতে মুখর করে তোলে ভারতের আকাশ-বাতাস।

কমিউনিস্ট মতাদর্শে আস্থাবান ননী ভৌমিক স্বভাবতই সমালোচনায় ব্রতী হন কৃষক শোষণের সরকারি ব্যবস্থার।

তাঁর ‘গৃহহারাদের গৃহযুদ্ধ’ রিপোর্টাজখানি প্রকাশিত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬ আগস্ট। প্রকাশক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতে ধমনীতে বয়ে যায় বিভীষিকার চোরাস্রোত। কেননা এ রিপোর্টাজ প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্বে কলকাতার মাটি রক্ত প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংস হত্যালীলায়। স্টেটমেন্ট পত্রিকায় যে হত্যালীলাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল ‘reat Calcutta Killing রূপে। ১৬ আগষ্ট ‘স্বাধীনতা’র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, ‘আমরা বিশ্বাস করি যে কোন হিন্দুই এই সাম্রাজ্যবিরোধী উচ্ছ্বাসকে গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে দিতে চান না। তাই আমরা আবেদন করি উত্তেজনার বশে সেদিন যদি কোন মুসলমান জবরদস্তি করিয়া বসেন, তবে ভাইয়ের ভুল ভাবিয়া উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, পরস্পর-বন্ধুত্ব ও সমর্থনের সাহায্যে সকল মলিনতা কাটাইয়া তাহাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবেন।’৬

কিন্তু এ আবেদনে সাড়া মিলল না। হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ল ক্রমেই। গৃহযুদ্ধে মেতে উঠল কলকাতা। গলি থেকে রাজপথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করল মৃতদেহের স্তূপ। নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিতে গৃহত্যাগ করল অনেকেই। মানিকতলার অন্তর্গত বাগমারীর কয়েকশো হিন্দু নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিল হিন্দু মহল্লায়। নৃশংসতা ও নির্মমতার চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল শোভাবাজারে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন কমিউনিস্টদের আহ্বান জানান, ‘আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ হইতে কলিকাতার উন্মত্ত নাগরিকদের ফিরান।’৭ ‘গৃহহারাদের জবানবন্দি’তে ননী ভৌমিক লিখেছেন, ‘রূপালি স্ট্রিটের বস্তি থেকে ছিটকে এসেছে একদল লোক। প্রথমে চল্লিশ জন ছিল তারা। কয়েকজনের খোঁজ নেই। কেউ তারা রিক্সা টানত, কেউ গাড়ি ঠেলত , দোকান দিয়েছিল কেউ।

বুড়ো মত একটা লোক বলল , দেশে পালিয়ে গেল; বহুৎ লোক দেশে পালাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘পালাল কেন?’

উঁচু দিকে মুখ করে বলল , কি করবে? দেশেই যাবে। না খেয়ে মরতে হবে এখানে , কি করবে? সাহু মহাজনের কাছে মেঙ্গে নিয়ে খাবে মুলুকে , জমি মালগুজারী কিছু তো নেই।

আরো কয়েকজন লোক মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সায় দিল বুড়ো লোকটার কথায় , কি করব, গরীব লোক আমরাখ কোনো আক্রোশ নেই তাদের কথায়। বিদেশী শহর কলকাতা। বিদেশী শহরের ভুতুড়ে সর্বনাশ থেকে তারা ফিরে যাবে মুলুকে।’৮ ধর্মের নামে হানাহানিতে বিধ্বস্ত বাংলায় শান্তি ফেরাতে গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি প্রস্তাব ছিল, ‘কলিকাতা এবং ঢাকায় এখনও হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর পরস্পরের বুকে ছুরি মারিতেছে, পরস্পর পরস্পরের ঘরে আগুন জ্বালাইতেছে, আজও হিন্দু মহল্লায় মুসলমান নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, মুসলমান মহল্লায় হিন্দু নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। এখনও সরকারি সৈন্য এবং পুলিশের পাহারায় ট্রাম এবং বাস চালাইতে হয়। গ্রামাঞ্চলে এখনও অধিকাংশ স্থানের অবস্থা বাহ্যত শান্ত হইলেও অবিশ্বাস, ভয়, আতঙ্ক, ঘৃণা এবং প্রতিশোধ স্পৃহা হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আবার আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, খাদ্যের অভাব এবং অনাহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কৃষকের পাটের দরও অস্বাভাবিকরকমে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি গৃহযুদ্ধ থামাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার অভাব রহিয়াছে, ইহা যে থামান যায় কিংবা ইহা থামান যে আমাদেরই স্বদেশবাসীর দায়িত্ব সে বিশ্বাসও আজ কদাচিত দেখা যায়।’৯

‘স্বাধীনতা’র সাংবাদিক হিসেবে নির্ভীকচিত্তে সেদিন ননীবাবু কলম ধরেছেন মানবসেবার লক্ষ্যে। আবার ‘জলপাইগুড়ির গ্রামে’ এবং ‘বিক্ষুব্ধ ডুয়ার্স’ রিপোর্টাজদ্বয়ে ননী ভৌমিক তুলে ধরেছেন উত্তরবঙ্গের কৃষক-শ্রমিক মানুষের জীবনগাথা। স্বাধীনতার পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলার বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, তেতুলিয়া ও বেরুবাড়ী , এই পাঁচটি থানার গ্রামে গ্রামে জোতদারকে আবর্তন করে কৃষকদের বাস। আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এইসব কৃষকরা জোতদারদের দয়া-দাক্ষিণ্যেই ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করত। তাদের নিজস্ব কোনো দাবি-দাওয়া বা অধিকার থাকা সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল না। কিন্তু দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি বর্ডারে কালীমেলাকে কেন্দ্র করে গরু-মোষ বিক্রির লেখাই খরচ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে সেই সকল কৃষকেরা কর্জাধানের বেআইনি সুদ, জেল বোঝাই আন্দোলন, আকালের বিভীষিকা, বাংকুয়া আইন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তেভাগার দাবিতে সোচ্চার হয়। অবশেষে দেবীগঞ্জের জোতদার সুরেন রায়ের জমিতে প্রথম ১০০০০ পুরুষ ও ৭০০ মহিলা মিলে তেভাগার দাবিকে বাস্তবায়িত করতে ধান কাটতে শুরু করে। রচিত হয় ইতিহাস। ব্রিটিশ পুলিশ-মিলিটারি অন্তত মাস সাত-আটেক দেবীগঞ্জ থানার কোনো গ্রামে প্রবেশ করতে পারেনি।

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স, চা বাগানময়। এখনকার চা শ্রমিকদের জীবন ছিল ক্রীতদাসদের মতো। ডুয়ার্স বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে রেল শ্রমিক আন্দোলনে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে এখানে স্কঙ্ঙ টুস্থত্ত উদ্রথত্ম ঢদ্রন্দ্ধত্র্ন্ম ডদ্ধদ্র: গঠিত হলে শ্রমিকদের পাশাপাশি চা শ্রমিকরাও সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ডুয়ার্সের মালবাজারে এক বিরাট প্রকাশ্য সমাবেশে পৃথকভাবে চা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। যে সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতি যথাক্রমে দেবপ্রসাদ ঘোষ ওরফে পটোল ঘোষ এবং রতনলাল ব্রাহ্মণ। তেভাগা আন্দোলনের সুরে সুর মিলিয়ে চা শ্রমিকরা গর্জে ওঠে। তাদের জোরালো দাবি, ‘বিলেতি মালিক লন্ডন ভাগো’১০। মালিকপক্ষ ধনী হওয়ায় পুলিশ-প্রশাসন ছিল তাদের হাতে,, অর্থব্যয় করে আইনকেও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শোষণের সীমা অতিক্রম করলে লক্ষ্মীপাড়া বাগানে ম্যানেজারের কুঠিতে আক্রমণ চালায়, কুঠিতে ভাঙচুর করে। ভেঙে ফেলে ম্যানেজারের মোটরগাড়িও। মিথ্যে কেস দিয়ে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। কিন্তু তেভাগার দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সমগ্র জলপাইগুড়ি। ঠিক এই সময়েই ‘স্বাধীনতা’র সাংবাদিক হয়ে ননী ভৌমিক ডুয়ার্সে আসেন এবং কমরেড দেবব্রত ঘোষের সাথে ননী ভৌমিকও গ্রেপ্তার হন। তেভাগা আন্দোলনকে ছত্রখান করতে ব্রিটিশ প্রশাসন জারি করে ১৪৪ ধারা। ননী ভৌমিক যে দৃশ্যকে প্রকাশ করেছেন ‘গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে’ রিপোর্টাজে। রিপোর্টাজটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায়। সেখানে ননীবাবু লিখেছেন, ‘‘আমি তখন ডুয়ার্সে। হঠাৎ ১৪৪ ধারা জারি হল সেখানে। অকস্মাৎ গ্রেফতার করা হল আমাকেও। এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে মোটরে তুলে ডুয়ার্স থেকে সোজা জলপাইগুড়ি। রবিবার কোর্ট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও হাকিমের বাড়ি থেকে সই নিয়ে রাত দশটায় একেবারে পুরে দেওয়া হল ঘুমন্ত জেলখানার কুঠুরীতে।’’১১

বস্তুত ‘গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে’ রিপোর্টাজটিকে ননী ভৌমিকের সাংবাদিক জীবনের প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। রিপোর্টাজটির পাঠবস্তুতে জ্ঞাত হই ‘স্বাধীনতা’র সাথে ননী ভৌমিকের সম্পৃক্তির ইতিবৃত্ত। মূলত গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশার লোকায়ত ভাষাকে সভ্য সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার অভাবজাত ক্ষতিপূরণ করতেই তাঁর সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ। ধান-চালের দর, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রাভাব, আত্মহত্যা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীভৎসতাকে পাঠকের দরবারে হাজির করার আমন্ত্রণ পেলে ননী ভৌমিকের অভিব্যক্তি, ‘‘এই অবস্থায় একদিন যখন আমায় বলা হল ‘স্বাধীনতা’র সংবাদ সংগ্রহের জন্য যেতে হবে মফস্বলে, সেখান থেকে এমন খবর পাঠাতে হবে যা দু’কলম শিরোনাম দিয়ে ছাপা হবে সংবাদপত্রে, তখন কিন্তু উৎসাহের ফাঁকে ফাঁকে অসস্তিও বোধ করেছিলাম , আসলে হয়তো অন্যান্য পত্রিকাই ঠিক, আসলে হয়তো সত্যিই খবর নেই গ্রামে। সংবাদ? কি এমন আছে সংবাদ দেবার মত?১২

‘পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন’-এ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যেমন গ্রামীণ মানুষের হাল-হকিকত প্রকাশ করে আপাত কথিত সভ্য মানুষদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা ঠিক তেমনই মফস্বলের নজরকাড়া সাংবাদকে ‘স্বাধীনতা’র পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে বিস্ময় জাগিয়েছেন ননী ভৌমিক। বিস্ময় জেগেছে পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদের মনে। শহুরে নাগরিকদের মনেও। ‘‘স্বাধীনতা’র মফস্বল-সংবাদে সেদিন সারা পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। অন্য সংবাদপত্র তখন হয় স্তব্ধ , না হয় এক বিকৃত সংবাদ হাজির করছে মাঝে মাঝে। সংবাদপত্র তার দায়িত্ব না মানলেও সাংবাদিকরা মেনেছিলেন।’১৩ ননী ভৌমিককে একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিসেবে প্রতিপন্ন করি যখন তিনি বলেন ‘রক্ত আর মৃতদেহের দুই পাশে আমরা ভিন্ন জাতের লোক। নিরক্ষর বুনো ওঁরাও আধিয়ার একদিকে, আর অন্যদিকে শিক্ষিত পাঠকদের জন্য এক সংবাদ লেখক। তা সত্ত্বেও কেমন একটা তীব্র সার্থকতা অনুভব করেছি সে দিন , সংবাদদাতা হিসেবেই।’১৪

তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলের গ্রাম থেকে গ্রামে আধিয়াররা যেভাবে সেদিন তেভাগা দাবিকে বাস্তবায়িত করতে মরণপণ লড়াইয়ে শামিল হয়েছিল, সেই সকল আধিয়ারদের বীরগাথাকে, তাদের জীবন সংকটকে সংবাদপত্রে তুলে ধরে ননীবাবুরা সে দিন সাংবাদিকতায় পরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। চিরবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষিত, অসহায় মানুষগুলির মুখের লবজ্ মুদ্রণ সৌভাগ্যলাভে ধন্য হয়েছে। ৪৬-এর দাঙ্গা যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিকে শ্লথ করার নেশায় বুঁদ তখন উত্তরবঙ্গের তেভাগা সৈনিকদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চোখে ধরার মতো। একথা অস্বীকার করা সমীচিন নয় যে, দাঙ্গার বীভৎসতাকে রুখে দিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাকমুহূর্তে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তে রেগুলেটরের কাজ করেছিল তেভাগা সংগ্রাম। স্বাধীনতার সেই সংকটময় উত্তাল পরিস্থিতিতে দেশপ্রেমিক সৈনিক হিসেবে ননী ভৌমিকো সেদিন ছুটে বেড়িয়েছেন উত্তরবঙ্গের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। নিঃসংকোচে মিশে গেছেন প্রান্তিক আদিবাসী মানুষগুলোর সাথে। তাদের প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠতে চেয়েছেন, পেরেছেনও। তাই উত্তরবঙ্গ ছেড়ে মহানগরে ফেরার পর যখন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যে সাংবাদে স্তম্ভিত হয়েছিল প্রান্তিক মানুষজন। ননী ভৌমিকের কথায়, ‘খবর বেরলো একদিন। সে খবর পড়তে পারে না কেউ। কিন্তু খবরের সঙ্গে ছবিও বেরিয়েছে , মর্গের ভিতর উলঙ্গ বিকৃত কয়েকটা মৃতদেহের ছবি। হাসপাতালে ব্যান্ডেজ বাঁধা গুলি খাওয়া ওঁরাও কিশোরের ছবি। পরপর দুইবার নৃশংস গুলিতে তাদের যেসব সাথী মরেছে তে-ভাগা লড়াইয়ে, তাদের চেহারা, তাদের পিকচার।

তাহলে যে রিপোর্টার কমরেড এসেছিল এখানে, সে তো তাহলে বেঁচে আছে। আমাদের তো ভোলেনি।’১৫

‘গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে’ সহ অন্যান্য রিপোর্টাজগুলি পাঠের পর ননী ভৌমিককেও ভোলা আমাদের পক্ষে অসম্ভবপ্রায়। তাঁর ভাষা চয়ন, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষদের প্রতি অকৃত্রিম দরদ এবং মানুষের সাথে মিশে যাওয়ার গুণে রিপোর্টাজগুলি হয়ে উঠেছে তৎকালীন সময়চিত্রের এক একটি ক্যানভাস। আর সাংবাদিকুতার নিপাট গদ্যের নির্মাণকার থেকে ননী ভৌমিক পর্যবসিত হন শিল্পীর সরণিতে। এখানেই তার সার্থকতা।

তথ্যসূত্র,

১. চট্টোপাধ্যায় কাশীনাথ, ‘সাংবাদিক হতে গেলে’, পুঁথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রা লি, ৯ এন্টনি বাগান লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৪৯

২. বন্দোপাধ্যায় সন্দীপ, ‘ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা’, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় (সংশোধিত ও পরিমার্জিত) প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১০৩

৩. ধর কৃষ্ণ, ‘ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা’, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ ১৫ আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ১০২

৪. অধিকারী গৌতম, কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা দুই, কথারূপ, ৫৯ শ্রীমা রোড, ৩য় তল, কাঁঠালতলা, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা ৭০০০৬৫, সপ্তম সংকলন জানুয়ারী ২৯১২, পৃ. ৩২৪

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সন্দেশখালিতে উদ্ধার ন'কোটি টাকার জাল নোট, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সাম্প্রতিককালে পুলিশের বড় সাফল্য। সন্দেশখালির একটি হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে ৯ কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধার করল বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ। ঘটনায় দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হলেন দেবব্রত চক্রবর্তী, তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা এলাকায়। অপরজনের নাম সিরাজ উদ্দিন মোল্লা, তাঁর বাড়ি জীবনতলা থানার অন্তর্গত মোটরদিঘি এলাকায়। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডা. মেহেদী রহমান হোসেন জানান, শুক্রবার সারা রাত ধরে তল্লাশি চালিয়ে ৯ কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধারের পাশাপাশি দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সন্দেশখালি টাকাকাণ্ডে ধৃত দুই অভিযুক্তকে শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১২ দিনের পুলিসি হেপাজাতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। সন্দেশখালিতে টাকা উদ্ধারের ঘটনার তদন্তের ভার দেওয়া হবে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা সিআইডির হাতে। সেইমতো পাঁচ সদস্যের সিআইডির একটি দল সন্দেশখালি থানায় আসে।

আপাতত তাদের থেকে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে এই বিপুল পরিমান জাল নোট কোথা থেকে এনেছে? এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? কি উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল তাও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে? পুলিশ আরও জানিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা সন্দেশখালির ধামাখালি ফেরিঘাটের কাছে হোটেল রয়্যালের ২০৬ নম্বর রুম থেকে উদ্ধার হয়েছে এই বিপুল টাকা। উদ্ধার হওয়া অধিকাংশ টাকায় ৫০০ টাকার জাল নোট ছিল। এই হোটেলটি নাকি একসময় শেখ শাহজাহান ও শিবু হাজরার যাওয়া আসা ছিল।

কদম্বগাছিতে লাগাতার আন্দোলনে পিছু হঠল রেল, বন্ধ হল উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে ও বারাসাতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্ব দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মণ্ডল-সহ স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিদের লাগাতার আন্দোলনে পিছু হঠল রেল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে বিধায়ক রহিমা মণ্ডল জানালেন, উচ্ছেদ হচ্ছে না কদম্বগাছি রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের।

গত ১৪ জুলাই রেলের পক্ষ থেকে কদম্বগাছি রেল স্টেশনের সংলগ্ন এলাকা থেকে বাসিন্দাদের উঠে যাওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এরপর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে জনপ্রতিনিধিরা স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়ান। পাশাপাশি বারাসাত এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও দেগঙ্গা বিধানসভার বিধায়ক মঞ্চ বানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। লাগাতার তিন দিন ধরে এই অবস্থান বিক্ষোভে রেলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন তাঁরা। শনিবার বিধায়ক রহিমা মণ্ডল জানান, জেলাশাসকের মাধ্যম দিয়ে তাঁদেরকে উচ্ছেদ করা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে স্বস্তিতে স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে কদম্বগাছি স্টেশন চত্বরে বাসিন্দাদের যাতে অবিলম্বে পাট্টা দেওয়া হয় সেই আবেদন করছেন তাঁরা। যদিও স্থানীয় বিধায়ক আশ্বস্ত করেছেন, রাজ্য সরকার পাট্টা দেওয়ার বিষয় আলোচনা করছে রেলের সঙ্গে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যে দুশ্চিন্তার মধ্যে সাধারণ মানুষকে ফেলছে তা থেকে কবে মুক্তি হয় সেদিকেই তাকিয়ে কদমগাছি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। বিধায়কের অভিযোগ, 'বিজেপি চক্রান্ত করে এখানকার মানুষকে বাংলার বাড়ি বানাতে বাধা দিচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার উন্নয়নে হালে পানি পাচ্ছে না বিজেপি। বিজেপি বুঝে গেছে এরাজ্যে তারা মানুষের মন জয় করতে পারবে না। তাই বিজেপি রেলকে দিয়ে গন্ডগোল পাকাতে চাইছে। অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করতে চাইছে।

আরামবাগে দুই বোনকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগে। অভিযুক্তরা হল শেখ মারুফ উদ্দিন, হাফিজুল মল্লিকএবং শেখ সুমন আলি। এরমধ্যে যদিও শেখ ফারুক উদ্দিন পলাতক, বাকি দু'জনকে ধরা গিয়েছে। সকলের বাড়ি গোঘাটের ভিকদাস এলাকায়। সোস্যাল মিডিয়ায় পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে ধর্ষণ ও শারীরিক অত্যাচারের শিকার হয় দুই বোন। নির্যাতিতাদের মায়ের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার বিকালে তাঁর দুই মেয়ে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল। আরামবাগের গৌরহাটি মোড়ের কাছে তাদের সঙ্গে অভিযুক্ত যুবক মারুফ উদ্দিনের দেখা হয়। ওই যুবকই দুই বোনের সোস্যাল মিডিয়ায় বন্ধু ছিল। নির্যাতিতাদের মায়ের দাবি, এদিন মারুফ নির্যাতিতা দুই বোন-সহ তার আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। প্রথমে রাজি না হলেও পরে একটি চারচাকা গাড়ি করে মারুফউদ্দিন ও তার আরও তিন বন্ধু নির্যাতিতা দুই বোনকে নিয়ে চলে যায়। এদিকে রাত হওয়ার পরেও মেয়েদের খবর না-পাওয়ায় আরামবাগ থানার দ্বারস্থ হয় নির্যাতিতার পরিবার। ঘটনার কথা শুনে তড়িঘড়ি আরামবাগ পুলিশ নির্যাতিতাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে নির্যাতিতাদের মোবাইল লোকেশন দেখে পুলিশ বর্ধমানের একলখি এলাকা থেকে তাদের উদ্ধার করে। এদিকে বাড়ি ফিরে নির্যাতিতা দুই বোন তার পরিবারের কাছে অভিযোগ করে বলে যে, গাড়িতেই তাদের জোর করে নেশাজাত দ্রব্য খাইয়ে দুই বোনের সঙ্গেই শারীরিক অত্যাচার চালিয়েছে অভিযুক্তরা। বড়বোনকে গাড়ির মধ্যেই বার বার ধর্ষণ করা হয় ও ছোটোবোনের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ফের আরামবাগ থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার মা। শুক্রবার রাতে তাদের মধ্যে তিন জনকে আরামবাগে নৈশরাই থেকে গ্রেপ্তার করে আরামবাগ পুলিশ। যদিও ধৃতদের দাবি, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে।

বিয়ের আগের রাতে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হবু বরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিয়ের আগের রাতে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পাত্রের। শুক্রবার রাতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচোল থানার জিয়াগাছি এলাকার রাজ্য সড়কে। আর এই ঘটনার পর বিয়ে বাড়ি যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত যুবকের নাম জাহিদুল ইসলাম (২৩) । তাঁর বাড়ি চাঁচোলের শিমুলতলা এলাকায়। জাহিদুল পেশায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। শনিবার সকালে আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে পাশের গ্রামের এক পাত্রীকে বিয়ে করতে যাওয়ার কথা ছিল জাহিদুলের। এই পরিস্থিতিতে জাহিদুলের গোটা বাড়িও নানান রকমের আলোক সজ্জায় সেজে উঠেছিল। তৈরি হয়েছিল প্যান্ডেল। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল বরযাত্রী যাওয়ার গাড়িও। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে একটি দুর্ঘটনায় সবকিছু শেষ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, বাড়ি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে মালতীপুর জিয়াগাছি এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পে মোটরবাইকে তেল ভরাতে এসেছিল জাহিদুল। এরপর তেল ভরে বাড়ি ফেরার পথে শিমুলতলা এলাকার স্ট্যান্ডের থেকে এগিয়ে একটি বড় গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি পিলারের ধাক্কা মারেন তিনি। ঘটনাস্থলে মাথায় চোট পেয়ে রক্তাক্ত হন জাহিদুল। এরপর স্থানীয়রা ওই যুবককে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চাঁচোল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেন।

ফের বাঁকুড়ায় জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের বাঁকুড়ায় জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের পাতাকোলা এলাকায়। মৃতের নাম সমীরণ মাজি। বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের পাতাকোলা গ্রামের বাসিন্দা সমীরণ অন্যান্য দিনের মতো সকালে কাজে বের হন। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকজন। খোঁজ শুরু হতেই স্থানীয়েরা দেখেন স্থানীয় একটি পুকুরের জলে সমীরণের দেহ ভাসছে। গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি বাঁকুড়া সদর থানায় খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NAIHATI MUNICIPALITY
1, R. B. C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS

TENDER
NIT(e)/(26)/JULY-03/ RAINCOAT 2025-26
Memo No.: 1516/MC-11 Date: 19.07.2025

The Chairman, Naihati Municipality, West Bengal, invites e-tender for procurement of 760 nos.Raincoats for Conservancy Workers, Supervisors, Nirmal Sathis and Drivers.. (Submission of Bid through online). Fund: 15th FNC tide fund.Intending Tenderer may down- load the tender document from the e- tender portal of Govt. of West Bengal at "e-procurement/municipality" The submission of bids should only be through through online at http://wbtenders.gov.in. Bid Submission start date & time (online)**-19.07.2025 after 15:00 Hrs.** Bid Submission closing date & time (online): **26.07.2025 after 11:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals (Online): **28.07.2025 after 11:00 Hrs.**

Sd/- Chairman
Naihati Municipality

ফরম নং ৩
[রেগুলেশন-১৫ (১) (এ) দেখুন]

ইন দ্য ডেটস্ রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল অ্যাট কলকাতা
৯ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৭ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১

মিস অ্যাপিল ডায়েরি নং ৫৬৬/২০২৫ ডিআরটি-৩, কলকাতা-এর এস.এ. ১৭৩/২০২৩ থেকে উদ্ভূত
তপন মজুমদার .....আপিলকারীগণ
বনাম
অনুমোদিত অফিসার,
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা
.... প্রতিবাদীগণ

প্রতি
১. **শ্রীমতী ছন্দা হাজরা,** সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা
২. **শ্রীমতী সুলগ্না হাজরা,** স্বামী শ্রী প্রদীপ কুমার হাজরা, যিনি এখন মৃত ৩. অঙ্কিত হাজরা, পুত্র শ্রী প্রদীপ কুমার হাজরা, যিনি এখন মৃত।
৪. **অনন্যা হাজরা,** কন্যা শ্রী প্রদীপ কুমার হাজরা, যিনি এখন মৃত।
সকলেই ৩১/২ জগৎ রায় চৌধুরী রোড, প্রথম ফ্লোর, পোঃ- সখের বাজার, বেহালা, কলকাতা-৭০০০০৮ -এ বসবাস করেন।

সমন

১. যেহেতু আপিলকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৭(৬) এর অধীনে, মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরএটি, কলকাতা দ্বারা প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য প্রতিকারের জন্য একটি আপিল দায়ের করেছেন। আপনাকে এতদ্বারা সমন করা হচ্ছে যে, এই ট্রাইব্যুনালের সামনে **২২.০৭.২০২৫** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** অথবা ট্রাইব্যুনালের সুবিধানুযায়ী অবিলম্বে এর পরে যে কোনো সময় উপস্থিত হয়ে দাবির জবাব দেওয়ার জন্য লিখিত বিবৃতি দাখিল করুন।
২. যদি আপনি কোনো নথি দাখিল করতে চান, তবে আপনি লিখিত বিবৃতির সাথে একটি তালিকা সহ তা দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনি যখন এই ট্রাইব্যুনালের সামনে ব্যক্তিগতভাবে বা একজন নিযুক্ত প্লিডার/ আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিত হবেন, তখন আপনাকে আপনার নিবন্ধিত ঠিকানা এবং উপস্থিতির একটি মেমো দাখিল করতে হবে।
৪. খেয়াল করুন যে, উপরে উল্লিখিত দিনে আপনার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, আপনার অনুপস্থিতিতে এই কার্যক্রম শোনা হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আমার হাতে এই ট্রাইব্যুনালের সীলমোহর সহ, এই ১৫ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রদত্ত হলো।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস্ রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট -৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বাবলা শাখা
গ্রাম- বাবলা, ডাকঘর- গোবিন্দপুর, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ, পিন- ৭৪১ ৪০৪

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ ও ৯ রুলের অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **০৩.০৫.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা- শ্রী নীহার রঞ্জন দাস,** পিতা- চিত্তরঞ্জন দাস তিনি আমাদের **বাবলা শাখায়** হোম লোন এ/সি নং-৫০৪৪৬৮৭৪৯১৩ সুবিধা ব্যবহার করছেন- কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৪৯,৪৯৬.০০** (চৌদ্দ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদাতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ ও ৯ এর অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, **১৮ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে** ।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **১৪,৪৯,৪৯৬.০০** (চৌদ্দ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) তদুপরি সুদ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
আমরা ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩) (৮) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানের প্রতি যা সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে সম্পর্কিত।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : শ্রী নীহার রঞ্জন দাস (পিতা- চিত্তরঞ্জন দাস)-এর নামে থাকা ১০ শতক পরিমাণের জমি ও বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- জে.এল. নং ৪২, মৌজা - আরপাড়া, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৪৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৫৬ (বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ১২১৯), আরবাবদি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম - গোবিন্দপুর পূর্ব দাসপাড়া, পোস্ট - সাবিয়া গোবিন্দপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৪০৪। এটি ভিটি-তে রূপান্তরিত হয়েছে। রেজিস্ট্রার্ড গিফট ডিড নং ৪৬, সাল ২০১৪, তারিখ ০৩.০১.২০১৪, এ.ডি.এস.আর.ও. - শান্তিপুর-এ রেজিস্টার্ড হয়েছে। বই নং ১, ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ৬৫৬ থেকে ৬৭৩ পর্যন্ত। **চৌহদ্দি:** উত্তর- রাস্তা, দক্ষিণ- চিত্তরঞ্জন দাস এবং নীহার রঞ্জন দাসের সম্পত্তি, পূর্ব- চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পত্তি, পশ্চিম- সুখেন দাসের সম্পত্তি।

তারিখ: ১৮.০৭.২০২৫
স্থান: বাবলা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট -৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কৃষ্ণনগর শাখা
কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ১০১

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ ও ৯ রুলের অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৫.০৬.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **ঋণগ্রহীতা:**মেসার্স গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ, **স্বত্বাধিকারী:** সমীর দাস, পিতা- সওদাগর দাস, গ্রাম - পোস্ট অফিসপাড়া, বাদকুল্লা, পোস্ট- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১১১২১।
ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা: শ্রী সওদাগর দাস, পিতা- প্রয়াত গোরাচাঁদ দাস, গ্রাম- পোস্ট অফিসপাড়া, বাদকুল্লা, পোস্ট - বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১১১২১।
জামিনদার: শ্রী সওদাগর দাস, পিতা- প্রয়াত গোরাচাঁদ দাস, গ্রাম - পোস্ট অফিসপাড়া, বাদকুল্লা, পোস্ট- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১১২১ আমাদের কৃষ্ণনগর শাখা থেকে এমএসএমই- ওসিসি-৫০০৪০২১৫১৬৬ (সীমা- ৫.০০ লক্ষ টাকা) এবং **এমএসএমই -টিএল-৫০০৬১৪৩৯৯২১ (সীমা- ৫.০০ লক্ষ টাকা) গ্রহণ করেছেন - কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৫,৫৯, ৯৬৫.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ উনষাট হাজার নয়শত পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) এবং **৭,৯৬,৩৬৫.০০ টাকা** (সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশত পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) **২৫.০৬.২০১৯** অনুযায়ী উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদাতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদাতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ ও ৯ এর অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, **১৪ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে** ।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **২৯,৬১,২৪৯.০০** টাকা (উনত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার দুইশত ঊনপঞ্চাশ টাকা মাত্র) **১৪.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ সহ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
আমরা ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩) (৮) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানের প্রতি যা সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে সম্পর্কিত।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : বাদকুল্লা মৌজা, জে.এল. নং ৪৪-এ অবস্থিত ০.০৪ একর পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মিত কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৪৭/১, প্লট নং এল.আর. ২২৩৬। রেজিস্টার বিক্রয় দলিল নং আই-৯২৯ সাল- ১৯৮০, তারিখ ০৪.০২.১৯৮০ এটি এ.ডি.এস.আর.ও., কৃষ্ণনগর-এ রেজিস্টার্ড হয়েছে। গ্রাম - পোস্ট অফিসপাড়া, বাদকুল্লা, পোস্ট - বাদকুল্লা, থানা - তাহেরপুর, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সওদাগর দাস,** পিতা- প্রয়াত গোরাচাঁদ দাস-এর নামে রয়েছে। **চৌহদ্দি:** উত্তর- মৃণাল বিশ্বাসের জমি, দক্ষিণ- ১০ ফুট চওড়া পোস্ট অফিসপাড়া রাস্তা, পূর্ব- রুদ্র বিশ্বাসের বাড়ি, পশ্চিম- ব্রজ গোপাল মজুমদার-এর বাড়ি।

তারিখ: ১৪.০৭.২০২৫
স্থান: কৃষ্ণনগর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিঃ দ্রঃ: পূর্ববর্তী দখল বিজ্ঞপ্তিগুলি, যা সারফেইসি আইন, ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অনুযায়ী জারি করা হয়েছিল, কিছু প্রযুক্তিগত কারণে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হলো।

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৬.০৮.২০২৫ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	সিউড়ি শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : অক্ষয় বিশ্বাস ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অক্ষয় বিশ্বাস সাকিন : বড়বাগান, সিউড়ি।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত সিউড়ি, থানা : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, কারিধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : ব্রজেরগ্রাম, জেএল নং ১০৪, এলআর প্লট নং ২১/৮৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৭২, পিন ৭২১১০১। **সম্পত্তি শ্রী অক্ষয় বিশ্বাসের নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি; পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি ; উত্তরে : অন্যান্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক।	ক. ৮.৬৮ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৯.১১.২০২৪ গ. ০৬.০২.২০২৫	১. ১৯,০৮,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯০,৮০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	আসানসোল শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : দেরাশিস নায়ক। ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী দেবাশিস নায়ক এবং শ্রীমতি নমিতা বারুই, সাকিন : কেলেজোড়া, আসানসোল।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত কেলেজোড়া, থানা : বারাবনি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৩৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩২০৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৯৮২(নতুন), এলআর খতিয়ান নং ১১১৩(পুরানো), মৌজা : কেলেজোড়া, জেএল নং ৪৬, থানা : বারাবনি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তি শ্রী দেবাশিস নায়ক এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : সড়ক; পশ্চিমে : পরিমল মন্ডলের নামে সম্পত্তি; উত্তরে : অন্তরা সাধুর সম্পত্তি; দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	ক. ৩০.৩৬ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১৪.০২.২০২৫ গ. ০৫.০৬.২০২৫	১. ১৫,১৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	সাতগাছিয়া শাখা, অ্যাকাউন্ট নাম : শাহিন নিটিং টেক্সটাইলস। ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স শাহিন নিটিং টেক্সটাইলস (স্বত্বা : শেখ শোভন) সাকিন : সুলতানপুর, মেমারি পুরসভা অধীন, আসানসোল, পো এবং থানা : মেমারি, পিন : ৭১৩১৪৬।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : খানরো, জেএল নং ১৫১, থানা : মেমারি , জেলা : পূর্ব বর্ধমান, প্লট নং ১২৯, ১৩০, ১৩১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৪, পিন ৭১৩১৪৬। **সম্পত্তি শেখ শোভন এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : কল্পনা সাধুখাঁর ভবন,উত্তরে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং শ্রী অনিল শাউ এর ভবন, দক্ষিণে : চকদিঘি রোড।	ক. ১৯৪.৬২ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৬.১২.২০২৪ গ. ১২.০২.২০২৫	১. ১,৯৫,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ১৯,৫৬,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	নবাবহাট শাখা, অ্যাকাউন্ট নাম : সনৎ কুমার মল্লিক, ঋণগ্রহীতার নাম :শ্রী সনৎ কুমার মল্লিক, সাকিন : মল্লিক পাড়া গ্রাম, বেলকাশ, বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত বেলকাশ, বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : বাহারপুর, জেএল নং ২২, এলআর প্লট নং ২০৫০, এলআর খতিয়ান নং ৮৮২, পো : বেলকাশ,থানা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০২। **সম্পত্তি সনৎ কুমার মল্লিকের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ভোলানাথ মল্লিকের খালি জমি, উত্তরে : শ্রীমন্ত মল্লিকের জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং নারায়ণ মল্লিকের খালি জমি।	ক. ১২.২১ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১৬.০৪.২০২৪ গ. ০৪.০৭.২০২৪	১. ৯,০৯,০০০.০০ টাকা ২. ৯০,৯০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৫	আসানসোল শাখা, অ্যাকাউন্ট নাম : শম্ভুনাথ যাদব এবং শ্রীমতি সরিতা বর্মা, সাকিন : কালিকাপুর, সায়র পাড়া, আসানসোল।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ০৩, ৫মতলে, পরিমাণ ৯১৪ বর্গফুট বহুতল বসবাসের অ্যাপার্টমেন্টে বিঘ্নেশ্বর আর্কেড, ঠিকানা : এস পি মুখার্জি রোড, আসানসোল পুরসভা অধীন, মৌজা : আসানসোল, জেএল নং ৩৫, এলআর প্লট নং ১৩০০, ১৩০৫, ১৩০৬, আরএস প্লট নং ১০৯৩, ১০৯৮, ১০৯৯, এলআর খতিয়ান নং ২৩৪২। **সম্পত্তি শম্ভুনাথ যাদব এবং শ্রীমতি সরিতা বর্মার নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : হারজিৎ সিং এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি বাই লেন, উত্তরে : দর্শন সিং এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : এস পি মুখার্জি বাই লেন।	ক. ২৯.৪৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ৩০.১১.২০২১ গ. ২৩.০৫.২০২২	১. ২৪,২১,০০০.০০ টাকা ২. ২,৪২,১০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৬	বার্নপুর শাখা, অ্যাকাউন্ট নাম : সুধীর কুমার মাহাতো। ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সুধীর কুমার মাহাতো এবং শ্রীমতি জীরা দেবী মাহাতো সাকিন : বার্নপুর, আসানসোল।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ডি-৯, ৫মতলে,-এম এফ প্লাজা, অবস্থিত মৌজা : আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৯৫১, এলআর প্লট নং ১১৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৩১৯, আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তি সুধীর কুমার মাহাতো এবং জীরা দেবী মাহাতো এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : কালীদাস ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড, উত্তরে : আর পি শাউ এর ভবন এবং সড়ক, দক্ষিণে : সড়ক।	ক. ৩০.৪১ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৯.০৮.২০২৪ গ. ১৬.১১.২০২৪	১. ২৫,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৫৭,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৬.০৮.২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৫.০৮.২০২৫ (বিকেল ৪টে পর্যন্ত)** দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ **"যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে"** বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৬.০৮.২০২৫** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৬(২) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ১৯.০৭.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী বাপ্পা দালাল এবং শ্রী মাহিদ দালাল	ক) ১০,২৭,২১৪.৫০ টাকা লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০৭৪৬৫৫৬৫৪, ০৭.১১.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৩৬,৫৯২.৩৮ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০৭৪৬৫৫৬৬৭, ০৭.১১.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া। খ) ০৭.১১.২০২৩ গ) ১৮.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ০৬ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সারাপুল, জেএল নং ৩৬, খতিয়ান নং ৪৪০৩, প্লট নং ৩১৬৯, থানা : স্বরূপনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত সকল ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী পবিত্র দাস এবং শ্রী সুভদ্র দাস	ক) ৭,৯২,৪৮৫ টাকা লোন এ/সি নং ৯১৮০৩০০৬৮৯৬৮৬৬০, ১৭.১০.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৭১,৬৩৪.৭৬ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০৬৮৯৬৮৬৯৯, ১৭.১০.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া। খ) ০৫.১১.২০২৪ গ) ১৮.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১০ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ছেকাঠি, জেএল নং ৬৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৮৭, এলআর প্লট নং ৩১৪, থানা : গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা এবং তদস্থিত সকল ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী বীরেন্দ্র শর্মা এবং শ্রীমতি বিনিতা শর্মা	ক) ২১,৭৩,৪৬৬ টাকা লোন এ/সি নং PHR003503518595, ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৮.০৪.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১৬.০৪.২০২৫ গ) ১৮.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ-২, পরিমাণ আনুমানিক ১২২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ) তিনতলায় চারতলা বসবাসের ভবনে নাম অশোক রেসিডেন্সি, অবস্থিত মৌজা :গৌরচরণ, , এলআর প্লট নং ১০৯, আরএস খতিয়ান নং ১২২, এলআর খতিয়ান নং ৬১৩ এবং ৫২২৪, জেএল নং ৮১, থানা : মাটিগাড়া, জেলা : দার্জিলিং, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভবনে সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখল সহ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী আতাহার মন্ডল এবং শ্রী রফিকুল মন্ডল	ক) ৩৯,০৪,৩১৯.৫৩ টাকা লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০০৮৩১৭২৪৩ ০৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৩৭,৪১১.০৬ টাকা লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০০৮৩১৭২৭২, ০৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১১.০৬.২০২৪ গ) ১৮.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৭.৮ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কানসোনা, জেএল নং ৭৯, এলআর খতিয়ান নং ২০০০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৫৩, থানা : গোপালনগর, বলরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ। চৌহদ্দি : উত্তরে : সত্য গড়াই এবং অন্যান্যর জমি সম্পত্তি; দক্ষিণে : নূরবক্স মন্ডলের জমি সম্পত্তি; পূর্বে : আজিজার মন্ডলের জমি সম্পত্তি; পশ্চিমে : কবিতা মন্ডলের জমি সম্পত্তি।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী জাকিরহোসেন মন্ডল এবং শ্রী নূরবক্স মন্ডল	ক) ২১,৭৭,৬৯৩.৫৫ টাকা লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০০২২৪৬২৫২, ০৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৪২,০৭১.৭০ টাকা লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০০২২৪৬২৯৪, ০৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১৪.০৩.২০২৪ গ) ১৮.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কানসোনা, জেএল নং ৭৯, এলআর খতিয়ান নং ২২০৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২৪৮, থানা : গোপালনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত সকল ভবন এবং নির্মাণ। চৌহদ্দি : পূর্বে : নিজ এবং তাকেল মন্ডলের জমি সম্পত্তি; পশ্চিমে : নিজ এবং ছোরাপ আলি মন্ডলের জমি সম্পত্তি ;; উত্তরে : মুজিবর মন্ডলের জমি সম্পত্তি; দক্ষিণে : রেলের সম্পত্তি।

তারিখ : ২০.০৭.২০২৫, স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

মহানন্দার ভাঙনের আতঙ্কে রাত জাগছেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গত দু'দিন ধরে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর বিমল দাস কলোনি এলাকায় মহানন্দার নদীর ভাঙনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বর্ষার মরশুমে ইতিমধ্যে বেড়েছে মহানন্দা-সহ বিভিন্ন নদীর জল। কিন্তু আচমকা মহানন্দা নদীর এমন ভাঙনে রীতিমতো রাত জাগা শুরু করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার শতাধিক বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের বক্তব্য, নদীর ওপারে ইংরেজবাজার শহর। ইংরেজবাজারের দিকে বাঁধ থাকলেও, বাঁধ নেই পুরাতন মালদার এই বিমল দাস কলোনি এলাকায়। প্রায় ৫০ মিটার নদী সরে এসেছে পুরাতন মালদার দিকে। যেভাবে নদীর সরে আসছে সাহাপুর এলাকার দিকে তাতে গৃহহীন হওয়ার আশঙ্কায় প্রায় দেড়শোটি পরিবার।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু এখনও কিছু করা হয়নি। এই পরিস্থিতির মধ্যে গৃহহীন হওয়ার আশঙ্কায় রাত কাটাচ্ছেন তাঁরা। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, প্রশাসনের একটি মনিটরিং টিমকে নিয়মিত মহানন্দার ভাঙনের পরিস্থিতির ওপর নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি ঘন জনবসতিপূর্ণ। বিমল দাস কলোনির তিনটি পার্টে অবস্থিত। প্রথম পর্যায়ে ৩ নম্বর বিমল দাস কলোনির বেশকিছু এলাকায় গত দু'দিন ধরে মহানন্দা নদীর ভাঙন শুরু হয়েছে। আর এই ভাঙনের জেরেই ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা রবি মণ্ডলের বক্তব্য, 'নদীর পাড় কাটতে কাটতে গ্রামের অনেকটা কাছে চলে এসেছে। এরকম ভাঙন চলতে থাকলে কয়েকদিনের মধ্যে একের পর এক বাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে যাবে। রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। সব সময় চিন্তায় আছি, নদীর ভাঙনে ঘর, বাড়ি না তলিয়ে যায়। এব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এদিকেই ভাঙন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, 'পুরাতন মালদার বিধায়ক এবং সাংসদ বিজেপির। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। ওরা কোনও কাজ করছে না। কেন্দ্র ভাঙন প্রতিরোধের টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে। রাজ্য সরকার এই পরিস্থিতিতে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু করেছে।' পালটা বিজেপি পরিচালিত সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি সাহা বলেন, 'ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের অতো ফান্ড নেই, তাই কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। এব্যাপারে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

স্থানীয়দের বাধায় স্থগিত রেলের রাস্তায় হাইট বার বসানোর কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: শনিবার দুপুরে পানাগড় রেল স্টেশনের পাশে রেলের রাস্তার ওপর হাইটবার বসাতে গিয়ে বাধার মুখে পড়লেন রেল পুলিশের কর্মীরা এবং রেলের আধিকারিকরা। এদিন কাজ শুরুর আগে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশের বিশাল বাহিনী উপস্থিত হয়। রেলের আধিকারিকরা হাইটবার বসাতে গেলে বাধা দেয় স্থানীয়রা। রেল পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে শুরু হয় বচসা, ধাক্কাধাক্কি। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই রাস্তার ওপর হাইটবার বসানো হলে, তাঁদের সমস্যায় পড়তে হবে। কারণ ওই রাস্তা দিয়ে বহু যাত্রীবাহী বাস চলাচল করে। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের বাসও চলাচল করে। হাইটবার বসানো হলে সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি ঢুকবে না। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে এবং বাড়ি ফিরতে হবে। তাই হাইটবার আরও উঁচু করে বসানোর দাবি জানান তাঁরা। রেলের আধিকারিকরা তা মানতে না-চাইলে শুরু হয় স্থানীয়দের সঙ্গে রেল কর্মীদের বচসা ও ধাক্কাধাক্কি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রেল পুলিশের কাছে সাত দিনের সময় চেয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁরা রেলের উচ্চ আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি জানানোর পর যা সিদ্ধান্ত হবে সেই মতই কাজ হবে। আপাতত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

দামোদরে তলিয়ে মৃত্যু মামা-ভাগ্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: শনিবার দামোদর নদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল ৩ জন। দু'জন সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে ও অন্যজন মামার বন্ধু। মামার বন্ধুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার পাল্লা ৮ নম্বর ঘাট এলাকায়।

জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ২৪ বছরের যুবক মানিক বারুই তাঁর বন্ধু রনি বিশ্বাস এবং বছর বারোর ভাগ্নে রাজ মণ্ডলকে নিয়ে দামোদর নদে স্নান করতে নামেন। হঠাৎ জল বেড়ে যাওয়ায় তিনজনই তলিয়ে যেতে থাকে। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে উদ্ধারের চেষ্টা চালায়।পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়। প্রশাসন এবং স্থানীয়দের চেষ্টায় রনি বিশ্বাসকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। নিখোঁজ মামা ও ভাগ্নেকে খুঁজতে নৌকো করে উদ্ধার কাজে নামে জামালপুর থানার ওসি নিজেই। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন সিআই এবং আঝাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। দীর্ঘক্ষণ পর রাজু মন্ডল এবং মানিক বারুই উদ্ধার হয়। পুলিশ দুইজনকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মহাদেবের টানে সাইকেলে মহারাষ্ট্রে পাড়ি ভক্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'নারী সুরক্ষা'র ডাক দিয়ে সাইকেল চালিয়ে মহারাষ্ট্রের ঘৃষ্ণেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর ও ভীমশঙ্কর মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন বাঁকুড়ার শিব ভক্তরা। শুশুনিয়া পাহাড়ি ঝর্ণার পবিত্র জল নিয়ে শহরের 'ইন্দারাগোড়া বোল বোম কমিটি'র তেরো থেকে বাহাত্তোর বছর বয়সী মোট ৪২ জন সদস্য সাইকেলে চেপে যাত্রা শুরু করলেন। বিশেষ এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে হাজির ছিলেন অসংখ্য মানুষ। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলার ইলোরা গুহার কাছে শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ঘৃষ্ণেশ্বর মন্দির অবস্থিত। এছাড়াও ওই রাজ্যের নাসিক জেলার ত্র্যম্বক শহরে ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দির অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলীত রূপ 'ত্রিমুখ লিঙ্গে'র দেখা মেলে। এছাড়াও মহারাষ্ট্রেরই পুনে জেলায় সহ্যাদ্রি পর্বত মালায় ভীমশঙ্কর মন্দির অবস্থিত। এখানে দেবাদিদেব মহাদেব ভীমশঙ্কর নামে পূজিত হন। ইন্দারাগোড়া বোল বোম কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, শুধু ধর্মীয় আবেগ নয়, দীর্ঘ যাত্রা পথে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। এবার ২৫তম বর্ষে দীর্ঘ ১৮০০ কিলোমিটার পথ ১৪ দিনে পাড়ি দিয়ে ৩১ জুলাই প্রথম গন্তব্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা তাঁরা রেখেছেন বলে জানান। এবছর তৃতীয়বার এই সাইকেল যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন কলকাতার দমদম নিবাসী জওহরলাল সাহা। তিনি বলেন, এর আগে দু'বার এভাবেই সাইকেল চালিয়ে গিয়েছি। 'বাবার ইচ্ছা'য় এবারও ঠিক পৌঁছে যাব।

শনিবার ভোররাতে শহরে পৌঁছলেন ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দলের কোচ অস্কার ব্রুজো। তাঁর সঙ্গে একই বিমানে কলকাতায় পা রাখলেন ইস্টবেঙ্গলের নবাগত আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার সিবিল্লে। রবিবার থেকে লাল-হলুদ কোচের প্রশিক্ষণে ডুরান্ডের প্রস্তুতি শুরু করে দেবে ইস্টবেঙ্গল। *ছবি: বনস্পতি দে*

ঠাকুরনগরে মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বে গণ কনভেনশন ও মহামিছিল মতুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে এবং বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি হিন্দুদের হয়রানির প্রতিবাদে ঠাকুরনগরের মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বে গণ কনভেনশন ও মহামিছিল মতুয়াদের। কেন্দ্র সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু বাঙালিদের হয়রানির প্রতিবাদে একাধিক মতুয়া সংগঠনের সদস্যরা গণকনভেনশন করল উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে। কনভেনশন শেষে ঠাকুর বাড়ি থেকে ঠাকুরনগর বাজার পর্যন্ত মহামিছিল করেন তাঁরা। যার নেতৃত্বে ছিলেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতা ঠাকুর। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আমরা মানিনা। কোন শর্ত দিয়ে আমরা নাগরিকত্ব নেব না। আমাদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে। যাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড আছে তাদের নাগরিকত্ব দিতে হবে।' একই সঙ্গে শান্তনু ঠাকুরকে তীব্র আক্রমণ করেন মমতা ঠাকুর। শান্তনু ঠাকুরকে বিভীষণের সঙ্গে তুলনা করে মমতা ঠাকুর বলেন, 'মতুয়াদের শেষ করছে শান্তনু ঠাকুর, অসীম সরকার এবং বিজেপির যারা এমএলএ আছেন তাঁরা।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'শান্তনু ঠাকুর মতুয়া কার্ড দেওয়ার নামে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা তুলছে। তাঁর মতুয়া কার্ডে যদি নাগরিকত্ব পাওয়া যায় তাহলে বিজেপির ঝাণ্ডা ধরে যে সমস্ত মতুয়ারা ঘুরছেন তাঁরা কেন আবেদন করছে না। মতুয়া কার্ড দিয়ে একটা নাগরিকত্ব করে দেখান।

মারে আঙুলের অংশ বাদ যুবকের, কাঠগড়ায় রেলের সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড় স্টেশনে বসে ফোন দেখার সময় কর্তব্যরত জিআরপির সিভিক ভলান্টিয়ারদের সাথে বচসা এক যুবকের। যুবকের ফোন কেড়ে নিয়ে যুবকের হাতে মার, ঘটনায় বাদ হয়ে গেল যুবকের আঙুলের উপরের অংশ। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় সমুদ্রগড় স্টেশনে। আহত যুবকের নাম আব্দুল রহমান শেখ (২৪)। বাড়ি সমুদ্রগড় ডাঙাপাড়া এলাকায়।প্ল্যাটফর্ম জুড়ে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রনে কালনা জিআরপি'র বিশাল পুলিশ বাহিনী ছুটে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নাদনঘাট থানার পুলিশকর্মীরা। নাদনঘাট থানার আইসির গাড়িতে করে আহত যুবককে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় কালনা মহকুমা হাসপাতালে। আহত যুবকের দাবি, বসে ফোনে ভিডিও দেখছিল। হঠাৎ দু'জন পুলিশ কর্মী এসে ফোনটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেন। টানতে টানতে নিয়ে যায় একটি জায়গায়। একটি কলারশিপল গেঁটে হাত দিয়েছিলাম তখনই ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয় হাতের আঙুলে। আঙুলের উপরের অংশটি কেটে পড়ে যায় তঁর। পুলিশ ও জি আর পি এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায় নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পালাতে গিয়ে মালগাড়ির চাকায় দু'পা গেল চোরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: শনিবার দুপুরে পানাগড় বাজারে একটি চোরাই বাইক বিক্রি করতে আসে তিন জন যুবক। প্রায় কয়েক ঘণ্টা ধরে তারা বাইকটি বিক্রি করবে বলে ঘুরে বেড়ায়। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তাদের দাম দরও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই হানা দেয় পুলিশের গাড়ি। তখনই ঘটে বিপত্তি। পুলিশকে দেখে পালাতে গিয়ে মাল গাড়ির চাকায় দুই পা কাটা যায় এক যুবকের। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে পানাগড়ে ১০২ নম্বর রেলগেটে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই যুবক এবং তার আরও দুই সঙ্গী একটি চুরি করা বাইক পানাগড়ে বিক্রি করতে আসে। স্থানীয়দের সন্দেহ হলে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পৌঁছতেই পালায় ওই তিনজন। পানাগড় বাজার থেকে রণডিহা মোড় হয়ে রেলগেট পারাপার করার সময় দুই যুবক রেললাইন ধরে পালায়। অন্য আর এক যুবক দলছুট হয়ে পরে। সে চলন্ত মাল গাড়ির তলা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে, হামাগুড়ি দিয়ে দেহটা পার হলেও, মালগাড়ির চাকায় তার দুটি পা কাটা যায়। রেলের কর্মীরা ও স্থানীয়রা তাকে গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে। পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকেরা তাকে অন্যত্র স্থানান্তর করে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে কি পানাগড়ে পুলিশের নজর এড়িয়ে চলছে সক্রিয় চোরাই গাড়ি কেন বেচা।

গোপালনগরের বিবেক গোস্বামীর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ মমতা ঠাকুরের: মহারাষ্ট্রের পুনেতে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়া গোপালনগরের আকাইপুরের বাসিন্দা বিবেক গোস্বামীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর মা-বাবার সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার আকাইপুরের বাসিন্দা বিবেক গোস্বামী পরিবার নিয়ে মহারাষ্ট্রের পুনেতে ডাক্তারি করেন। কয়েকদিন আগে তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করায় বিবেক গোস্বামী তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকেও বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয় বলে দাবি তাংর মায়ের। এক রাত পরে থানা থেকে প্রমাণপত্র দেখার পরে ছাড়া হয় বিবেককে। সেই আকাইপুরে বিবেক গোস্বামীর বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মমতা ঠাকুর।

তিন জায়গায় চুরির ঘটনায় ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লক এবং গঙ্গারামপুর ব্লকের মোট তিনটি জায়গায় চুরির ঘটনায় তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের আদালতে তোলার পাশাপাশি এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল পুরো ঘটনার কথা জানান। গঙ্গারামপুরে চুরির বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর পার্থ ঝাঁ-সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা।

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে কুমারগঞ্জ ব্লকের গোপালগঞ্জ এলাকায় একই চত্বরে থাকা একটি পোস্ট অফিস ও একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে চুরির ঘটনা ঘটে। পোস্ট অফিস ও ব্যাঙ্ক কর্মীরা কাজে যোগদান করতে আসার সময় লক্ষ্য করেন জানালার গ্রিল ভাঙা রয়েছে। পরবর্তীতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তাঁরা কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অন্যদিকে, গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত অশোকগ্রাম পঞ্চায়েতের কাশেম মোড় এলাকায় সিসিটিভি ভেঙে একটি এটিএম মেশিনে চুরির চেষ্টার ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফে বিষয়টি নিয়ে গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও কোনও ক্ষেত্রেই আর্থিক লোকসান বা বড় কিছু চুরি যায়নি বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে গঙ্গারামপুর থানা ও কুমারগঞ্জ থানার তরফে মোট তিন জনকে আটক করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন, সঞ্জীব সরকার (১৮) আলিম আযম (১৮) ও জাকির শেখ (২৩)। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায়। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, 'গত ১৬ এবং ১৭ জুলাই কুমারগঞ্জ ব্লক ও গঙ্গারামপুর ব্লকের মোট তিনটি জায়গায় চুরির ঘটনা সামনে আসে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে আমরা কুমারগঞ্জের ঘটনায় দুই জনকে এবং গঙ্গারামপুরের ঘটনায় এক জনকে আটক করেছি।'

রসিদ ছাড়াই নিয়ম-বহির্ভূত টাকা নেওয়ার অভিযোগ স্কুলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের ভেদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উঠল গুরুতর অভিযোগ। অভিযোগ, রসিদ ছাড়াই একাধিকবার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২-শ্রেণির পড়ুয়াদের কাছ থেকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে ৪০০ টাকা করে নেওয়া হয়। কিন্তু তারপর ফের প্রত্যেকের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে, তাও আবার হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে জানিয়ে। জানানো হয়, ২০০ টাকা করে জমা দাও না হলে এডমিট আসবে না। আর এখানেই উঠছে বড় প্রশ্ন,দ্বিতীয় দফার এই টাকা আদায়ের সপক্ষে কোনও রশিদ দেওয়া হয়নি, জানানো হয়নি কোনও স্পষ্ট কারণ, এমনকি কোনও সরকারিভাবে বিদ্যালয়ে নোটিসও জারি করা হয়নি। এই আচরণে হতবাক ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরাও। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, নিয়ম বহির্ভূতভাবে কীভাবে একটি সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয় কোনও লিখিত নোটিশ ছাড়াই অর্থ আদায় করতে পারে? কোনও রসিদ ছাড়াই টাকা নেওয়া কি দুর্নীতির সামিল নয়? ঘটনার পর, একাধিক ছাত্র-ছাত্রী মিলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে একটি দরখাস্ত জমা দেয়। তাতে জানানো হয়, কেন ও কী উদ্দেশ্যে ওই ২০০ টাকা করে আদায় করা হল, তার সঠিক ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও সদুত্তর এখনও মেলেনি বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দাবি, 'স্কুলে ছাত্র সংখ্যা অনেকটাই কম, তাই কিছু খরচ সামলাতেই সাময়িকভাবে ওই টাকা নেওয়া হয়েছে। কাউন্সিলের নির্ধারিত ফি বাদে বাকি অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। আসলে, কিছুটা ভয় দেখানোর জন্যই এই টাকা নেওয়া হয়েছিল।' তাঁর এই মন্তব্যে আরও বিস্মিত শিক্ষামহল। প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষকের কাজ শিক্ষাদান, ভয় দেখানো নয়। আবার যখন টাকা ফেরতের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, তখন তো আদায়ের যৌক্তিকতাই প্রশ্নবিদ্ধ। টাকা ফেরত দিতে হলে আদায়ই বা করা হল কেন?

উত্তরাখণ্ড এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে: অমিত শাহ

রুদ্রপুর, ১৯ জুলাই: উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরে শনিবার বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন উত্তরাখণ্ড সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, 'আজ এখানে ১,২৭১ কোটি টাকা মূল্যের পাঁচটি উদ্বোধন এবং ১৪টি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মানুষ যখন একটি রাজ্যের দাবিতে লড়াই করছিল, তখন কংগ্রেস উত্তরাখণ্ডের আন্দোলনকারীদের ওপর অত্যাচার করেছিল। উত্তরাখণ্ড তৈরির কাজটি করেছিলেন বিজেপির নেতা এবং আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। কিন্তু পরে, যারা রাজ্যের উন্নয়নের বিশেষজ্ঞ, তারা আলোচনা শুরু করেছিলেন যে ছোট রাজ্যের ধারণা সফল হবে কিনা। এখন আমি সবাইকে বলতে চাই, অটলজি তিনটি রাজ্য তৈরি করেছিলেন- উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খণ্ড। এই তিনটি রাজ্য নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে অমিত শাহ বলেছেন, 'যখন আপনারা বাড়ি যাবেন, তখন একটি ডায়েরিতে লিখে রাখবেন ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেন, 'যখনই আমি উত্তরাখণ্ডে আসি, আমি নতুন উদ্যম নিয়ে ফিরে যাই। ২০২৩ সালে যখন গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী ধামি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ৩.৫৬ লক্ষ কোটি টাকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমি পুষ্কর ধামিকে বলেছিলাম, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর আনার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই, বীরত্ব হলো সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মধ্যে। এখন আমি মুখ্যমন্ত্রী ধামি এবং তার দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ এখন ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। একটি সমতল রাজ্যে বিনিয়োগ আনা এবং একটি পাহাড়ি রাজ্যে বিনিয়োগ আনা পাহাড়ে ওঠার চেয়েও কঠিন।'

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত উন্নত দেশে পরিণত হবে: ধর্মেন্দ্র প্রধান

পালাক্কড়, ১৯ জুলাই: ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শনিবার দাবি করে বলেছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত একটি বিকশিত দেশে পরিণত হবে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি নাগরিকের ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি কেরলের আইআইটি পালাক্কাড়ের সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন।

পরিবহণ, আবাসন, চিকিৎসা সুবিধা এবং কৃষি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বমানের পরিকাঠামো নির্মাণে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল মহাকাশে ভারতের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি তুলে ধরে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নীতিগত ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামোর স্বপ্ন দেখেন।

তিনি প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা এবং কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্বের উপরও জোর দেন। অনুষ্ঠানে মোট ৩২৮ জন শিক্ষার্থী মন্ত্রীর কাছ থেকে তাদের শংসাপত্র গ্রহণ করেন। প্রধান বলেন, আইআইটি পালাক্কাড় সঠিক পথে রয়েছে এবং বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গরিব রথ এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনে আগুন, তবে যাত্রীরা সুরক্ষিত

আজমের, ১৯ জুলাই: রাজস্থানের আজমেরে আগুন লাগল গরিব রথ এক্সপ্রেস ট্রেনের (১২২১৬) ইঞ্জিনে। শনিবার সেন্দ্রা স্টেশনে গরিব রথ এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনে আগুন লাগে। খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছে যান রেলের আধিকারিকরা, পৌঁছে যায় দমকলও। পরে দমকল বাহিনী আগুন নেভায়। সকল যাত্রী নিরাপদে আছেন।

রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার মুম্বই-দিল্লি গরীব রথ এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগেছে। ঘটনার সময় প্রায় ৫০০ যাত্রী ট্রেনে ছিলেন। আগুন ইঞ্জিনে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে এবং যাত্রীবাহী বগিতে আগুন ছড়িয়ে পড়েনি। ভোররাত তিনটে নাগাদ ট্রেনটি সেন্দ্রা রেলস্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে, লোকো পাইলট দ্রুত পদক্ষেপ নেন, ট্রেনটি থামিয়ে দেন এবং সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নেন। সেই সময় ট্রেনে প্রায় ৫০০ যাত্রী ছিলেন। আগুন ইঞ্জিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বগিগুলিতে ছড়িয়ে পড়েনি, ফলে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। রেলওয়ে আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং যাত্রীদের জন্য বিকল্প ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন।

জোড়া ভূমিকম্প আফগানিস্তানে

কাঁপল মায়ানমারও

কাবুল ও নেপিদ, ১৯ জুলাই: জোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। শনিবার ভোররাত ১.২৬ মিনিট ও ২.১১ মিনিট নাগাদ ৪.২ ও ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার ভোররাত ১.২৬ মিনিট নাগাদ প্রথমে ৪.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় আফগানিস্তানে, এরপর ভোররাত ২.১১ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূকম্পন টের পাওয়া যায়।

শনিবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে মায়ানমারও। মায়ানমারে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ৩.৭। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার ভোররাত ৩.২৬ মিনিট নাগাদ ৩.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মায়ানমারে। ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র।

নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে: চিরাগ পাসোয়ান

পাটনা, ১৯ জুলাই: কংগ্রেস ও আরজেডি-সহ বিভিন্ন দল নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে, এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে। শনিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চিরাগ পাসওয়ান বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে। যদি তা না-হত, তা হলে আমরাও প্রশ্ন তুলতাম। অন্তত, আমার দল এবং আমি অবশ্যই বলতাম। আপনারা সবাই জানেন, আমি এবং আমার দল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে কখনও দ্বিধা করি না, তা যেখানেই ঘটুক না কেন, এমনকি যদি তা আমাদের নিজস্ব সরকারের মধ্যেও হয়। যদি আমরা মনে করি যে, এই প্রক্রিয়ায় কোনও সমস্যা আছে, তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদের আওয়াজ তুলব।'

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে এখনও পর্যন্ত ৪৮ লক্ষ গণনা ফর্ম জমা পড়েছে। যা ভোটার তালিকার প্রায় ৯৫ শতাংশ। আগামী ২৫ জুলাই ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস কেরলে

দক্ষিণাঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টির সতর্কতা

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ জুলাই: কেরলের বিভিন্ন জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টা অতিভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। আগামী ২-৩ দিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, মাহে, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানাতেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করবে। আগামী দু'দিন মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব ও মধ্য ভারতে, আগামী ৩ থেকে ৪ দিন ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চল এবং সিকিমে এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে। রাজধানী দিল্লি এবং উত্তর প্রদেশেও আগামী কিছু দিন বৃষ্টি হতে পারে।

হরিয়ানার জিন্দে রেখাকে অভ্যর্থন, জন্মদিনে আপ্লুত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

জিন্দ, ১৯ জুলাই: জন্মদিনে হরিয়ানার জিন্দে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনিও। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি এদিন সকালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, জন্মদিন উপলক্ষে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন সকালে হরিয়ানার জিন্দের জুলানার নন্দগড় গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে যান। জুলানায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, 'হরিয়ানা আমার জন্মস্থান এবং দিল্লিই আমার কর্মস্থল, তাই আজকের দিনটি আমার জন্য বিশেষ। আমি এখানে এসে আমার জন্মস্থানে শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজন অনুভব করেছি। আমার শ্রদ্ধেয় ভাই, নয়াব সিং সাইনি এবং আমার পুরো হরিয়ানা পরিবার আমাকে অনেক ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ দিয়েছে। আজ এখানে অনেক প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে, যা আমার গ্রামের জন্য বিরাট সুবিধা বয়ে এনেছে। হরিয়ানা সরকার এবং আমার বড় ভাই, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনিকে হরিয়ানায় ক্রমাগত এত চমৎকার কাজ করার জন্য এবং আমাদের গ্রামের জন্য তারা যা কিছু করেছেন, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।'

একদিন ময়দান

অগস্টে হায়দরাবাদে মহিলা কবাডি বিশ্বকাপ

হায়দরাবাদ, ১৯ জুলাই: দ্বিতীয় মহিলা কাবাডি বিশ্বকাপ ৩ থেকে ১০ অগস্ট হায়দরাবাদে গাচ্ছিবাউলি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। জুন মাসে বিহারে এই ইভেন্টটি হওয়ার কথা ছিল। তেলেঙ্গানা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাসানি বীরেশ বলেছেন, 'বিহার এই প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য হায়দরাবাদ এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে। হায়দরাবাদ ২০০৫ সালে এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করেছিল এবং এখন ২০ বছর পর শহরটি আরেকটি আন্তর্জাতিক মহিলা কাবাডি টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে।' এই টুর্নামেন্টে ১৪টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। আয়োজক ভারত সহ অংশ নিচ্ছে -আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, চাইনিজ তাইপেই, জার্মানি, হল্যান্ড, ইরান, জাপান, কেনিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, উগান্ডা এবং জাঞ্জিবার - তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে, এবং পোল্যান্ডই একমাত্র দেশ যা এখনও সবুজ সংকেত দেয়নি।

লর্ডস টেস্টে বিরাট থাকলে ম্যাচ হারতে হত না ভারতকে: স্টিভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লর্ডস টেস্টে তীরে এসে তরী ডুবেছে ভারতের। ভারতীয় দলে বিরাট কোহলির মতো তারকা থাকলে ম্যাচ হারতে হত না। এমনটাই মত প্রাক্তন ইংলিশ তারকা স্টিভ হার্মিসনের।

ইংল্যান্ড সফরের আগে লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি। তাঁর অভাব চোখে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে হার্মিসন মনে করেন, কোহলি থাকলে চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়া করতে নেমে এভাবে ভুগতে হত না ভারতকে। তিনি বলেন, 'ভারতের টপ অর্ডার রান করেছে। সেঞ্চুরি করেছে। নতুন বলে উইকেট পেয়েছে। কিন্তু জয় ছিনিয়ে আনতে পারেনি।' ইংল্যান্ডের হয়ে ২২৬ উইকেট পাওয়া পেসারের সংযোজন, 'ভারতীয় দলে কোহলির মতো ক্রিকেটার থাকলে এমন হত না। রান চেজ করার ব্যাপারে ওর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। বিরাট থাকলে চতুর্থ ইনিংসে অনায়াসে রান তাড়া করে জিততে পারত ভারত।'

চতুর্থ ইনিংসে অসাধারণ রেকর্ড রয়েছে কোহলির নামে। ৩২ ইনিংসে তাঁর রানসংখ্যা ১১০২। গড় ৪২.৩৮। এরমধ্যে দু'টি সেঞ্চুরি এবং ৭টি হাফসেঞ্চুরি রয়েছে। ঠিক এই কারণেই তাঁকে বলা হয় 'চেজমাস্টার'। বিরাট ২০১৪ সালে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৭৫ বলে ১৪১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন চতুর্থ ইনিংসেই। উল্লেখ্য, পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ২৩ জুলাই থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। আসন্ন টেস্টে শুভমানরা কি সমতা ফেরাতে পারবেন? সময়ই এর উত্তর দেবে।

পাঠচক্রকে হারিয়ে শীর্ষস্থানে সুরুচি সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটি স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল সুরুচি সংঘ ও মামনি পাঠচক্র ম্যাচে ১-০ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করে সুরুচি সংঘ। ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে পেনাল্টি থেকে আহমেদ ফায়াজ খানের গোলে জয় পেয়ে যায় সুরুচি সংঘ। পাঠচক্রকে পিছনে ফেলে গ্রুপ -এ -এর শীর্ষস্থানে চলে এল রঞ্জন ভট্টাচার্যর সুরুচি সংঘ। প্রথমার্ধে তেমন সুযোগ তৈরি কর তে পারেনি পাঠচক্র। পাঠচক্রের হয়ে লিগে ধারাবাহিক ভাবে গোল করে আসা স্ট্রাইকার ডেভিড মোৎলাকে আজ পাননি কোচ পার্থ সেন। কার্ড সমস্যার জন্য খেলেননি ডেভিড। ফলে মাঠে পর্যাপ্ত স্ট্রাইকারের অভাবকেই হারের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন পাঠচক্র কোচ পার্থ সেন। এদিন ম্যাচে দুই দলই অজস্র সুযোগ নষ্ট করে। খেলার ২২ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেয় সুরুচি সংঘ। সেখান থেকে গোল করতে ব্যর্থ দেবজিৎ বসাক। দ্বিতীয়ার্ধে পাঠচক্র একাধিক সুযোগ পেলেও গোলের খাতা খুলতে পারেনি।

বিসিসিআই সভাপতি পদে বিনির বিদায়

মুম্বই, ১৯ জুলাই: শনিবার বিসিসিআইয়ের সভাপতির পদ ছাড়তে হচ্ছে রজার বিনিকে। এদিন তিনি করবেন শেষ অফিস। ২০২২ সালের অক্টোবরে সৌরভ গাঙ্গুলি দায়িত্ব ছাড়ার পর তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিসিআই সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিনি পদত্যাগ করার পর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হতে পারেন রাজীব শুক্লা। আগামী সেপ্টেম্বরে বিসিসিআই বাৎসরিক সভায় নতুন বোর্ড সভাপতির নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। গঠনতন্ত্র অনুসারে বিসিসিআই সভাপতির মেয়াদ তিন বছর। তবে বয়সের কারণে পুরো মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিনিকে দায়িত্ব ছাড়তে হচ্ছে। কারণ বিসিসিআইয়ের গঠনতন্ত্রে আছে কোনও ব্যক্তির ৭০ বছরের বেশি বয়স হলে এই দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। শনিবার ১৯ জুলাই বিনির বয়স হচ্ছে ৭০ বছর। বিনি বিদায়ের পর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকা বর্তমান সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন আইপিএল কমিশনার, ২০২০ সালে হন বিসিসিআই সহসভাপতি।

রোজগার অল্প, দায়িত্ব অনেক!

ময়দানের ক্রিকেটে নীরব যোদ্ধা সৌমেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: যখন সবাই ব্যাট-বল বা বড় তারকাদের পারফরম্যান্স নিয়ে চর্চা করে, তখন কিছু মানুষ থেকে যান আড়ালে। তেমনই একজন হলেন কলকাতার ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত মুখ , আম্পায়ার সৌমেন মজুমদার। গত এক দশক ধরে শহরের বিভিন্ন লিগ, স্কুল টুর্নামেন্ট এবং ক্লাব ম্যাচে ধারাবাহিক ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। তবু তাঁর জীবনযাপন, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার গল্প থেকে যায় অনেকটাই অজানা।

৪৬ বছর বয়সী সৌমেনবাবু মূলত বেহালার বাসিন্দা। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোটবেলায় ক্রিকেট খেলতেন স্থানীয় ক্লাবে। কিন্তু পারিবারিক দায়িত্ব এবং পড়াশোনার চাপে খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন ফিকে হয়ে যায়। তবে ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। 'খেলা না-পারলেও, খেলার পাশে থাকতে চেয়েছিলাম', বললেন সৌমেনবাবু। সেই চাওয়া থেকেই ২০১৩ সালে সিএবির অধীনে আম্পায়ারিং কোর্স করেন তিনি। প্রশিক্ষণের পর প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি স্কুল ক্রিকেটে দায়িত্ব পালন করেন। ধীরে ধীরে প্রথম ডিভিশনের ম্যাচেও সুযোগ পেতে শুরু করেন। তবে কাজটা সহজ ছিল না।

'একটা সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে গোটা ম্যাচের ফলাফল। তাই সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। গরমে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা, বৃষ্টি শুরু হলে খেলা চালানো বা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত, সবটাই চাপের', জানালেন তিনি। সাধারণত ম্যাচ প্রতি ৮০০, ১০০০ টাকা সম্মানী পাওয়া যায়। বছরের নির্দিষ্ট মাসগুলোতেই খেলা বেশি হয়। তাই আর্থিক দিক থেকে এই পেশা এখনও যথেষ্ট অনিশ্চিত। তবে তবুও তিনি আম্পায়ারিং ছাড়েননি। পাশাপাশি টিউশন করে নিজের সংসার চালান। তাঁর স্ত্রী একটি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ক্রিকেট মাঠে তিনি কঠোর, কিন্তু ক্রিকেটারদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে বন্ধুসুলভ।

'অনেক তরুণ প্লেয়ার আছে, যাদের কেরিয়ার শুরু হয়েছে আমার চোখের সামনে। ওদের ভয় না-পেয়ে নিয়ম মেনে খেলতে শেখানোই আমার দায়িত্ব', বলেন সৌমেনবাবু। বর্তমানে সিএবির অধীনে থাকা ২০০র বেশি ম্যাচে আম্পায়ারিং করেছেন তিনি। স্বপ্ন দেখেন একদিন রঞ্জি ট্রফির মাঠে দাঁড়াবেন। তার জন্য এখনও সিএবি লেভেল-২ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি চান, ভবিষ্যতে কলকাতা থেকে আরও যোগ্য আম্পায়ার উঠে আসুক এবং এই পেশার সম্মান আরও বাড়ুক। ক্রিকেট মানেই শুধু খেলোয়াড় নয়, মাঠের নেপথ্য মানুষদের নিয়েও ক্রিকেট বাঁচে। আম্পায়ার সৌমেন মজুমদার সেই নিঃশব্দ যোদ্ধাদের মধ্যে একজন, যাঁর হাত ধরেই শত শত ম্যাচ সঠিক পথে পরিচালিত হয়। তাঁর মতো মানুষদের নিয়েই কলকাতার ক্রিকেট পরিকাঠামো আজও মজবুত।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার • ২০ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী

শিখরে পৌঁছেও ভোলেননি শিকড়কে

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

কয়েকমাস আগের কথা। নদীয়ার জীবনরেখা জলঙ্গি নদী নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম। সেখানে লিখেছিলাম 'অতীতে এই নদী ছিল জলে টইটুম্বুর'। নিবন্ধটি লিখেই আমার পরিচিত কয়েকজনকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ বেজে ওঠে আমার মুঠোফোন। ফোনের অপর প্রান্ত জানায়, 'টইটুম্বুর' শব্দটি সঠিক নয়। কথাটি হবে 'টইটম্বুর'। তারপর সুন্দর করে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে দিলেন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। ফোন রেখে খানিকক্ষণ আনমনা হয়ে বসে থাকলাম। ভাবলাম, এতো বড় একজন শিক্ষাবিদ শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার মতো ক লিখতে কলম ভেঙে ফেলা একজনের লেখা মন দিয়ে পড়েছেন। আর শুধু তাই নয়, আমায় ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে আরও নির্ভুল লেখার পথ দেখিয়ে দিলেন। ভেবে পেলাম না, কত বড় মাপের মানুষ তিনি। সত্যি কথা বলতে, তাঁর মনের ও জ্ঞানের উচ্চতা মাপার মতো ফিতে আজও আমার পকেটে নেই।

এই শিক্ষাবিদ হলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী। বর্তমানে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের বাংলার সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। সাথে গবেষণা নির্দেশকও। তাঁর অধীনে এখন ছয়জন গবেষক গবেষণা করছেন। ইতিমধ্যেই একজন তাঁর অধীনে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। প্রায়শই তাঁকে বিভিন্ন কলেজে, নানারকম অনুষ্ঠানে, সাহিত্যসভায় বক্তব্য রাখার জন্য ছুটে যেতে হয়। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যস্তরের বহু সেমিনারে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হয়। বছর তিনেক আগে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সিমলার বাড়িতে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের একটি বড় সেমিনারে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। বহু জায়গা থেকে তিনি পত্রিকা বা গ্রন্থ উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণ পান।

নদীয়ার গয়েশপুরে এক উজ্জ্বল সকালে পাড়ার মোড়ে একটি ওস্তাদ গোছের ডাকাবুকো অল্পবয়সী মেয়ে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নানারকম জ্ঞান দিচ্ছিলেন। মেয়েটি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। পথে যেতে যেতে একজন ভদ্রলোক তা দেখে মেয়েটির কাছে এসে নাম জিজ্ঞেস করেন। মেয়েটি জানান - তাঁর নাম দেবযানী। সেই ভদ্রলোক তখন বলেন - দেবযানী নয়, বলো দেবোযানী। পরক্ষণেই তিনি দেবোযানী শব্দের সমাস জিজ্ঞেস করেন। দেবযানী সাথে সাথে জানিয়ে দেন, ওসব সমাস-টমাস তিনি জানেন না। তবে, ইংরেজিতে টেনস বা ভয়েস চেঞ্জ ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতে পারবেন। আরও জানিয়ে দেন, ইংরেজি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। শুনে ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন। বুঝলেন যে, মেয়েটি ইংরেজিতে পোক্ত, কিন্তু বাংলায় নয়। এরপর সেই ভদ্রলোক দেবযানীর বাড়িতে যেতে চাইলেন। দেবযানী তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, তাঁর বাবা-মা সেই ভদ্রলোককে মামা বলে সম্বোধন করে তাঁর পদধূলি মাথায় তুলে নিলেন। তারপর দেবযানীকে বাংলা শেখানোর গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন দেবযানীর মামা-দাদু। দেবযানীর জীবনে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। মামা-দাদু তাঁর মাথায় ভালো করে ঢুকিয়ে দিলেন বাংলা ব্যাকরণের রস। সেই রসে তিনি এতোটাই নিমজ্জিত হয়ে গেলেন যে বাংলা ছাড়া আর অন্য কোনও বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা করার কথা ভাবতেই পারলেন না। দেবযানীর বাবার খুব ইচ্ছে ছিল যে, মেয়ে চিকিৎসক হোক কিংবা নিদেনপক্ষে অর্থনীতি বা ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করুক। কিন্তু, তাঁর সেই ইচ্ছে মাঠে মারা গেলো। কেননা, দেবযানী তখন বাংলা সাহিত্যলক্ষ্মীর পুজোর অর্ঘ্য সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

উচ্চপদস্থ সরকারী আধিকারিক ড. দ্বারকারঞ্জন ভৌমিক ও বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী কৃষ্ণা ভৌমিকের দুই ছেলে-মেয়ের মধ্যে দেবযানী বড়। ছোটবেলায় তাঁর দুরন্তপনায় সকলে অস্থির হয়ে উঠতেন। কিছুদিন একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ে তিনি গয়েশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর তাঁর দুষ্টুমির হাত থেকে রেহাই পেতে তাঁকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে হরিণঘাটা ফার্মের নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এখানে মা'কে ছেড়ে থাকতে দেবযানীর খুব কষ্ট হতো। তাই, বাবা-মা আবার তাঁকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান এবং গয়েশপুর নেতাজী বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী দেবযানী এই বিদ্যালয় থেকেই মাত্র ১৪ বছর বয়সে সসম্মানে মাধ্যমিক পাশ করেন। তারপর জোনপুর বয়েজ হাইস্কুল থেকে খুব ভালো নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হন। এবার তাঁর প্রিয় বিষয় বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু। তিনি কাঁচড়াপাড়া কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তি হলেন। সাম্মানিক বিষয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা শেষ করলেন। নেট পরীক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে গবেষণার কাজে যোগ দিলেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. কেকা ঘটকের অধীনে 'তুলনার প্রেক্ষিতে বঙ্কিম-রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্ব' বিষয়ে পিএইচডি করলেন। এই গবেষণায় তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নিয়ামক। তবে,

নারীমনের আবরণ উন্মোচন করার দিক থেকে বঙ্কিম কোনও কোনও ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ ভ্রমর জানিয়েছে যে, স্বামী গোবিন্দলাল যতদিন ভক্তির যোগ্য ছিল, ততদিন সে ভক্তি করেছে, যতদিন শ্রদ্ধার যোগ্য ছিল, ততদিন শ্রদ্ধা করেছে, কিন্তু, এখন স্বামীর ওপর তার ভক্তিও নেই, শ্রদ্ধাও নেই। আবার কপালকুণ্ডলা, স্বামী নবকুমারকে বলেছে, ক্ষ্মযদি জানিতাম বিবাহ দাসীত্ব, কদাপি বিবাহ করিতাম না।ক্ষ্ম সেই সময়ে দাঁড়িয়ে একজন সাধারণ নারীর মুখে এ জাতীয় কঠিন কথা, সত্যিই ভাবা যায় না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নারী চরিত্রদের এইরকম কথা বলার মতো বুকের পাটা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর উপন্যাসে বিধবা রমণীর বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু, তাদের বাঁচিয়ে রাখেন নি। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর উপন্যাসে বিধবা নারীর বিয়ে দেন নি ঠিকই, তবে তাদের এক সম্মানজনক জায়গায় বসিয়েছেন। 'চোখের বালি'র বিনোদিনীকে তিনি একটি মর্যাদাপূর্ণ জায়গা দিয়েছেন। 'চতুরঙ্গ'তে দামিনী কোনও পুরুষের হাতে দশ-পঁচিশের ঘুঁটি হয়ে ওঠে নি।

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নোনাচন্দনপুকুর মন্মথনাথ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে দেবযানীর কর্মজীবনের সূত্রপাত। এখানে ২০০৪ - ২০০৬ পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা করেছেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। অবশ্য এরমধ্যে তিনি খ্যাতনামা কবি ঋত্বিক চক্রবর্তীর সাথে ঘর বেঁধেছেন। বিবাহসূত্রে চলে এসেছেন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। কলেজে যোগ দেওয়ার পর তাঁর কোল আলো করে এসেছে ছোট্ট ত্বিষা। এই কলেজে অধ্যাপনা করতে করতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থানুকূল্যে জিয়াগঞ্জ ব্লকের উপভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে পোস্ট ডক্টরেট করেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, এই অঞ্চলের ভাষাতে আঞ্চলিক ভাষার ছাপ যথেষ্ট বেশি।

দেবযানী ছোটবেলা থেকেই লেখালিখিতে হাত পাকিয়েছেন। সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন তাঁর একটি লেখা পাড়ার দুর্গাপুজোর স্যুভেনিরে প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর মুদ্রিত হরফে প্রকাশিত প্রথম লেখা। সেই লেখা পড়ে পাড়ার সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। এরপর তাঁর কলম আর থামে নি। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু। ২০১৫ সাল থেকে বহু নামী-দামী পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপানো হচ্ছে। ২০১৮ সাল থেকে একদিনসহ বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে তিনি নিয়মিত লিখছেন। তবে, এসব লেখার বেশিরভাগই আমন্ত্রিত। ছাত্রাবস্থায় কবিতা লেখা দিয়েই তাঁর লেখালিখিতে হাতেখড়ি। তারপর তিনি কবিতার সাথে সাথে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। বর্তমানে গল্প ও উপন্যাস লেখাতেও মন দিয়েছেন। তবে, শুধুমাত্র নিজের লেখালিখিতেই ব্যস্ত নন তিনি। নবীন লেখকদের সুযোগ করে দিতে তিনি সব সময় কয়েক কদম এগিয়ে আসেন।

এখনও অবধি প্রকাশিত দেবযানীর বইয়ের সংখ্যা চার - 'তুলনার প্রেক্ষিতে বঙ্কিম-রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্ব', 'রাঢ়ী নয় বালুচরী', 'রচনাসমগ্র ১' এবং 'রচনাসমগ্র ২'। এছাড়া তিনি দু'টি গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন - 'দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত' এবং 'ভাষাচার্য সুনীতিকুমার'। তাঁর সম্পাদিত 'ভাষাচার্য সুনীতিকুমার' বইটি ওয়ার্ল্ড ক্যাটালগে জায়গা করে নিয়েছে। দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী আকাশবাণীর শিল্পসাথী, অঙ্গনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের নিয়মিত বক্তা। আকাশবাণী মৈত্রীতে শিল্প প্রাঙ্গণ অনুষ্ঠানে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন শুভেন্দু বাগ। গত ১২ জুলাই তিনি অঙ্গনা অনুষ্ঠানে ঠাকুরবাড়ির নারীদের বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তাছাড়া ডিডি বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে গিয়েছেন। দেবযানীর ঝুলি এখন পুরস্কার ও সম্মাননায় উপচে পড়ছে। ২০০৯ সালে দ্য স্টেটসম্যান ও দৈনিক স্টেটসম্যান যৌথভাবে তাঁকে 'জগদ্ধাত্রী সম্মান'-এ ভূষিত করেছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশে ঢাকার জাতীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে রবীন্দ্র স্কলার হিসেবে স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। একই বছরে বাংলাদেশের চম্পাই-নবাবগঞ্জের মেয়রও তাঁকে রবীন্দ্র স্কলার হিসেবে স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন। ২০২১ সালে পেয়েছেন 'মানব-বন্ধু পুরস্কার' আর ২০২৩ সালে 'গুমানি দেওয়ান স্মৃতি সম্মাননা'। এছাড়াও তাঁর মাথায় উঠেছে আরও অনেক সম্মানের শিরোপা।

দেবযানী শুধু অধ্যাপক বা লেখকের গণ্ডির মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে নারাজ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তীর কৃতিত্ব আজ সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি একজন বিশিষ্ট সুরসাধিকা। রবীন্দ্রসুরসুরধুনীতে তাঁর সন্তরণ শ্রোতাদের মোহিত করে তোলে। ছোটবেলায় মায়ের কাছেই প্রথম রবীন্দ্রগান শেখা। 'আয় তবে সহচরী' প্রথম শেখা গান। তারপর রবীন্দ্রগানে তালিম নিয়েছেন প্রসিদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী (বর্তমানে নিউ ইয়র্কনিবাসী) গীতা দে'র কাছে। ছাত্রাবস্থায় বহুবার রবীন্দ্রগানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন আর সেরার শিরোপা মাথায় তুলে নিয়েছেন। একটি গানের অ্যালবামে শ্রীকান্ত আচার্যের সাথে কাজ করেছেন। অ্যালবামের নাম 'কিছু বলব বলে'। এখানে শ্রীকান্ত ভাষ্যপাঠ করেছেন আর দেবযানী দু'টি রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন - 'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' এবং 'আমারে তুমি অশেষ করেছ'। এছাড়া, তিনি অনেক অনুষ্ঠান এবং উৎসবে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। ছোটবেলায় নাচও শিখেছেন। বেশ কয়েকবার রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'য় নাম ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। ছবি আঁকা ও ফটোগ্রাফিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এর বাইরে দেবযানী একজন দক্ষ ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এবং স্বর্ণ বিপণী তানিস্কের মডেল।

দবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী আন্তরিকভাবেই একজন পরিবেশপ্রেমী। নিজের বাড়িতে নানারকম গাছ লাগাতে খুব ভালবাসেন। গাছের নিয়মিত পরিচর্যাও করেন। তিনি অরাজনৈতিক নদীপ্রেমী নাগরিক সংগঠন 'সেভ জলঙ্গি'র অন্যতম সক্রিয় সদস্য। নদীয়ার জীবনরেখা জলঙ্গি ও তার শাখানদী অঞ্জনাকে রক্ষার আন্দোলনে প্রথম সারিতে থাকেন তিনি। 'সেভ জলঙ্গি'র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও হাজির থাকেন। তাঁর মুখে শোনা যায় ইকোফেমিনিজমের কথা। নারী যেমন পুরুষের হাতে লাঞ্ছিত হয়, ঠিক তেমনভাবেই প্রকৃতিও প্রতিনিয়ত আমাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন - 'প্রকৃতি বাঁচাতে মরিয়া আমরা / আমরা সেভ জলঙ্গি, / পরিবেশ থেকে দূর করে দেবো / ক্ষতিকর যতো ভঙ্গি।' তিনি একজন যথার্থ মানবপ্রেমী। দেবযানীর কাছে কেউ হাত পাতলে, তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হয় না। তিনি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আমরা আন্তরিক' - এরও সক্রিয় সদস্য। এই সংগঠনের কর্ণধার শ্রীমতী শোভনা দাসের হাত ধরে তিনি মাঝেমধ্যেই পৌঁছে যান কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ মহিষন্যাংড়ায় দুর্লভপাড়া গ্রামে। সেখানে দুস্থ শিশুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

কিন্তু, বাইরে নানা কর্মযজ্ঞ সামলে তিনি যখন চৌকাঠ পেরিয়ে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করেন, তখন পাণ্ডিত্যের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে হয়ে ওঠেন একজন পরিপূর্ণ ঘরণী, একজন আদর্শ মা, একজন গৃহকর্মনিপুণা গৃহবধূ। বাড়ির গুরুজনদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেন, স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সকলের সহযোগিতা না পেলে, তিনি এতো দূর এগোতে পারতেন না। প্রতি বৃহস্পতিবার বাড়িতে প্রথামাফিক লক্ষ্মীপুজো করেন। তাছাড়া, কোজাগরী লক্ষ্মী ও সরস্বতীপুজোয় নিজের হাতে নিষ্ঠাসহকারে সমস্ত জোগাড় করেন। ভোগ রান্না করেন। পুজোর পর নিজের হাতে সকলকে ভোগ বিতরণ করেন। নিজেই পরিপাটি করে ঘরদোর গোছান। সময় পেলেই সোজা ঢুকে পড়েন রান্নাঘরে। দেবযানীর রান্নার হাতও বেশ ভালো। নিজের হাতে রান্না করে পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের পরিবেশন করে খাওয়াতে খুবই ভালবাসেন তিনি। তাঁর রান্না করা মাংসের স্বাদ একবার খেলে আর ভোলা যায় না। দেবযানীর কথায়, নারীবাদ মানে পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা, পুরুষের বিরোধিতা নয়।

প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় মহাষ্টমী তিথিতে তিনি চলে আসেন কৃষ্ণনগরের শঙ্কর মিশন আশ্রমে। মহামায়ার পাদপদ্মে ভক্তি গদগদ চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। কুমারীপুজো দেখেন। তারপর শঙ্কর মিশনের পরম পূজনীয় মহারাজের নির্দেশে সেখান থেকে প্রকাশিত শারদীয়া পত্রিকার আবরণ উন্মোচন করেন। গত বছর দুর্গাপুজোয় মহাষ্টমীর দিন শঙ্কর মিশনে এক অশীতিপর বৃদ্ধা এসেছিলেন। তিনি ঢোকামাত্রই দেবযানীর নজরে পড়ে যায় যে, তিনি শাড়ি উলটো করে পড়েছেন। প্রসঙ্গত বলতে হয় যে, শাড়িটি তিনিই সেই বৃদ্ধাকে দিয়েছিলেন পুজোতে পরার জন্য। চুপ করে বসে না থেকে দেবযানী পরম মমতায় সেই বৃদ্ধার হাত ধরে একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ঠিক করে শাড়িটা পরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি সেই বৃদ্ধাকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন পূজাঙ্গনে। ছবি তুললেন। তারপর নিয়ে আসলেন প্রসাদ খাওয়ার জায়গায়। মনে হলো যেন, মা মেয়েকে অপার স্নেহে সাজিয়ে হাত ধরে ঠাকুর দর্শন করালেন। আর তখনই যেন জগন্মাতার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন মাতৃরূপা দেবযানী।

সেই বৃদ্ধাও দেবযানীকে নিজের মেয়ের আসনে বসিয়েছিলেন। বুকভরে আশীর্বাদ করেছেন। দুর্গাপুজোর কয়েকদিন পরেই সেই বৃদ্ধার চিরবিদায়ের খবর শুনেই অস্থির হয়ে ওঠেন দেবযানী। ছুটে আসেন হসপিটালে। নিজের হাতে তাঁর দেওয়া সেই শাড়ি পরিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে চোখের জলে বিদায় জানান তাঁকে।

মাটির পুতুলের শহর কৃষ্ণনগরের মাটির মানুষ দেবযানীকে আজও স্পর্শ করতে পারে নি অহং বোধ। সাদামাটা জীবনযাত্রা তাঁর। বাবার কাছে শেখা নীতিশিক্ষা তাঁর চলার পথের পাথেয়। পাঁচজনের সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করেন দেবযানী। তাঁর কথায়, 'সহিত' শব্দটি থেকে 'সাহিত্য' কথাটি এসেছে। তাই, মানুষের কাছাকাছি না আসলে, মানুষের সাথে না মিশলে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি কখনওই সম্ভবপর নয়। খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেও তিনি ভুলে যান নি শিকড়কে। তাঁর কথাতেই তাঁকে সম্মান জানাতে ইচ্ছে করে - 'তুমি উন্নত তাই অনায়াসেই নীচে নেমে ভূমি স্পর্শ করতে পারো।' অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তীর সামনে দাঁড়ালেই যেন মনে হয় নিজের 'গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া'। জ্ঞানবৃক্ষ ফলভারে কতটা নুয়ে পড়ে, তা তাঁকে না দেখলে বোঝা যায় না।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুধীর চক্রবর্তী প্রমুখ জ্ঞানীগুণী মানুষের শহর কৃষ্ণনগরে এখন দ্যুতি ছড়াচ্ছেন অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী । তিনি লিখেছেন - 'এ মাটির ঘরে জন্ম নিয়েই / আকাশ দেখছি আজ, / একদিন সব পেয়ে যাবো ঠিক / তাই তো করছি কাজ।' তাঁর মূল্যবান সমস্ত কাজের ফলশ্রুতিতে আজ সত্যিই তিনি আকাশ ছুঁয়েছেন। কিন্তু, তিনি আকাশে ওড়েন না। তাঁর পা রয়েছে এই মাটিতেই। এই মাটির মানুষদের কাছাকাছিই থাকতে চান তিনি। গত ৯ জুলাই পেরিয়ে গেলো তাঁর শুভ জন্মদিবস। তাঁর আগামীর পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। আভূমি প্রণতি জানাই তাঁকে।

ক বি তা

চোখের আলো

নিখিল নস্কর

নদীর স্রোতের অশান্ত প্রবাহ
আজ মায়াবী নির্জন সমুদ্রে।

শীতকালের তুষারঝরা পাহাড়ের মত,
প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে প্রবাহিত তুমি-
যেন ভোর সমুদ্রের বুক চিরে পাখির শ্বাস
উঠে আসে,
সেই প্রসারিত নদীমাতৃক সমুদ্র পাখি
আমার নিঃশ্বাসে ঝড় তোলে স্বপ্নের।

কত প্রেম জন্ম দিয়েছো তুমি ভোর
আকাশ সমুদ্রে অনায়াসে,

বসন্তের নির্মল মেঘ হয়ে পশ্চিম
আকাশে তুমি সাদা আর নীল হলুদ
বর্ণের আঁচল উড়িয়ে দিয়েছো।
ওই আঁচলে সমাহিত আমার অশ্রু সমুদ্র,
পৃথিবীর দিগন্তে ছড়িয়ে যাবে
সূর্য ডোবার পরও প্রতিদিন...

শুভজিৎ বসাক

অনেকদিন নীলাক্ষের সাথে আমাদের আড্ডা হয় না। তার অফিসে কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় অনিয়মিত হলেও সপ্তাহে রবিবার আর ছুটির দিনগুলোয় সে ক্লাবে আসে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। আমরাও নীলাক্ষের গল্পগুলো আড্ডাতে বেশ মিস করি- সে তো গল্প নয় একপ্রকার ঘটনাই বলে। যাইহোক সেদিন ও আসতেই আমরা সবাই ওকে বললাম, 'বন্ধু, আজ তোমার ছুটি নেই। বহুদিন হয়ে গিয়েছে ভালো কিছু ঘটনা শোনাসনি। আজ কিছু শোনাতেই হবে। সময়টা কেমন একটা পানশুটে লাগছে রে ভালোমত আড্ডা না দিয়ে'। নীলাক্ষ হেসে বসল সবার সাথে, এরপরে বলল, 'বল, কি বিষয়ে আজ আড্ডা হবে?' সাথে সাথে আমি বলে উঠলাম, 'একটা ট্রেন্ড এসেছে না যে ঘর অন্ধকার করে আলোর ওপরে কাঁচের গ্লাসে জল ভরে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে ভিডিও করার হিড়িক উঠেছে, সেটা নিয়ে কিছু বল'। কথা শুনে দেখলাম বাকিরাও উৎসুক চোখে চাইল ওর দিকে। ওর মুখের চুপিচুপি হাসি বলে দিচ্ছে ছেলেটা এই বিষয়ও জানে। বলল, 'বেশ, চা খাওয়াতে হবে কিন্তু। আগে চা আন, তারপরে শুরু করছি'। সাথে সাথে অতীন চায়ের অর্ডার দিয়ে নিজেই চা আর কাগজের কাপ নিয়ে এসে ওকে আগে দিল, এরপরে আমরাও নিলাম। চা টা বেশ ভালো করেছিল ময়ূখদা। এরপরে নীলাক্ষ শুরু করল।

'আমরা আধুনিক সভ্যতায় যা দেখি তার আগে-পরে যুক্তি না দিয়ে বা না শুনে অতি সহজে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলি, ঠিক যেমন ঘিবলিকে করেছিলাম আসলে যা মেক্সিকান মৃত্যুর দেবী সান্তা মোয়ার্তেকে আহ্বান করার একটা প্রদেশীয় মাধ্যম রীতি। সেরকমই একটা অদেখা রহস্যের ঘেরাটোপ এই নতুন ট্রেন্ড অন্ধকার ঘরে হলুদ গুঁড়ো জলে ঢেলে আনন্দ নেওয়া। শুরুতেই বলি হলুদ রং মৃত্যুর প্রতীক, সে জীবনের রং নয়। কথাটা শুনে অবাক লাগবে, অনেকেই বলবে যে হলুদ তো শুভ কাজে যেমন- বিয়ে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা কি করে মৃত্যুর প্রতীক হয়? এবারেই বলি, গাছের পাতা যখন বেশি বা কম জল পেলে বা সেটা ঝরে পড়ার সময় এলে শুকিয়ে যায় তখন তার পাতার রং হলুদ হয়। মানুষের শরীরে লিভার যখন সঠিক কাজ করতে পারে না তখন বিলিরুবিনের মাত্রা রক্তে বেড়ে শরীর হলুদ হয়ে যায় এমনকি তার বৃদ্ধি প্রচন্ড পরিমাণে হলে মানুষটির মৃত্যু অবধি হয় তীব্র যন্ত্রণায়, তার হুঁশ অবধি থাকে না, এর নাম এনকেফ্যালোপাথি। আবার দীর্ঘদিন কোনও সাদা পাথরের ওপরে অ্যাসিড বৃষ্টি বা জল পড়ে তার ওপরে হলুদ পিচ্ছিল ভাব জমা হয়, দুর্গন্ধ তৈরি করে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। যখন দিনের শেষ হয় আর সন্ধ্যা নামে সেই মুহূর্তে আকাশের রং হলুদ হয়ে যায়, যাকে গোধূলী লগ্ন বলে অর্থাৎ দিনের মৃত্যু হলুদ রং দিয়েই বোঝানো হয়ে আসছে সৃষ্টির শুরু থেকে। অতএব কোথাও দেখা গেল না বা যায় না যে হলুদ শুভ অর্থে ব্যবহৃত হয়, মৃত্যুতেই সে সংজ্ঞাবহ। এবারে কথা হল তাহলে হলুদ যে শুভ কাজে ব্যবহার করা হয় তার অর্থ খুঁজতে গেলে জানা যায় যে আসলে অশুভ যা কিছু তাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে শুভ মঙ্গল কামনা করা অর্থাৎ যা মৃত্যুর প্রতিভূ তাকে ঈশ্বরকে প্রদান করে নিজের বা অন্যের শুভকামনা করা। শুভ কাজে প্রথমে ঈশ্বরের সাথে অশরীরীদেরও আহ্বান করা হয়ে থাকে, মূলতঃ সেকারণেই গায়ে হলুদ মেখে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজের মঙ্গল কামনা করা হয়- একে প্রেতক্রিয়ার অংশ ধরা হয়। অনেকের মতে সেটা লক্ষ্মীকে আবাহন করার নিয়ম আর লক্ষ্মী নিজেও তো কমলার অংশ অর্থাৎ এখানে দশমহাবিদ্যার আগমন হয়েছে যিনি প্রেত বা যেকোনও অশুভ কালচক্রের নিয়ন্তা। এক্ষেত্রে একটা বড় বিষয় দেখবি যে অনেক দেবীমন্দিরে জড়ি দেওয়া হলুদ পাড়ের লাল চেলির কাপড় প্রতিমাকে নিবেদন করা হয় এর অর্থ হল যা কিছু অশুভ অর্থাৎ হলুদ যেহেতু মৃত্যুর প্রতীক তাকে আগুনের লাল তাপে পুড়িয়ে শুভ প্রদানে প্রার্থনা করার একটা অধ্যায় মাত্র। আরও দেখবি শিবের বাঘছালেও হলুদ আর কালো ডোরাকাটা দাগ রয়েছে যা একটি মৃত্যু আর কালো অশুভের প্রতীক এবং শিব স্বয়ং কাল বা মৃত্যুর নিয়ন্তা। আবার দশমহাবিদ্যার অন্যতম বগলাদেবীর গায়ের কাপড়ের রং হলুদ এবং তাঁর আরাধনায় হলুদ অর্ঘ্য ব্যবহৃত হয়, যিনি অসুরের জিভ টেনে মুগুর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে অসুর নিধনে ব্যস্ত থাকেন অর্থাৎ এই মাথায় শয়তানের বাস আর জিভ বা মুখের মধ্যে দিয়েই তার অশুভ ভাবনার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। দশমহাবিদ্যা আসলে সমস্ত অশুভ যা কিছু তাকে নষ্ট করে শুভকে প্রদান করেন এক্ষেত্রে দেবী অসুন্দরকে নষ্ট করে সুন্দর প্রদানে ব্যস্ত রয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ধর্মের নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থের মলাটের ধার ও মলাটটিকে হলুদ সোনার জল দিয়ে নকশা করা হতো আর এক্ষেত্রে বলে রাখি , আজ বিশ্বে যার কাছে যত বেশি সোনা থাকে সে বেশি ধনবান ধরা হয়, এই হলুদ ধাতু সোনাও অভিশপ্ত। মহাভারতের শেষ দিকে অভিমন্যুর নাতি পরীক্ষিতের হাত ধরে কলি যখন বিশ্বে প্রবেশ করে তখন সে নিজের পরিচয় গোপন করে সোনায় থাকার কৌশল আদায় করে নেয় আর এর সাথেই সে পরীক্ষিতের মাথায় থাকা সোনার মুকুটে প্রবেশ করে কলিযুগের সূচনা করে। অর্থাৎ পবিত্র ধর্মগ্রন্থে হলুদ রঙের ব্যবহার সমস্ত অশুভ যা কিছু তাকে ইতিবাচক ভাবনার সাথে মিশিয়ে শুভকে আহ্বান করার উপায় ভাবা হয়েছে। এভাবে নানা বিষয়ে হলুদ রঙের আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার বা প্রাকৃতিক বাহ্যিক রূপ সবকিছুই মৃত্যুর প্রতীক ছাড়া কিছু নয়। এবারে আসি এই ট্রেন্ড সম্পর্কে। একবার ভাব তো কখন এই ট্রেন্ড শুরু হল? সম্প্রতি ঠিক একটা ভয়াবহ প্লেন দুর্ঘটনার পরেই। কোনও এক অশুভ বুদ্ধিধারীর দল এই অপঘাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত আত্মাদের দিয়ে নিজেদের কোনও স্বার্থসিদ্ধি করার কপট একটা পরিকল্পনা করে এই ডার্ক ওয়েবকে ব্যবহার করেছে যা সমস্ত বিশ্বকে পরিচালনা করছে। ভালো করে দেখ, অন্ধকার ঘরে ঠিক যেভাবে প্ল্যানচেট করে আত্মা নামানো হয় ঠিক সেভাবে অন্ধকার ঘরে অল্প আলোর উপস্থিতিতে কাঁচের গ্লাসে জল ভরে তাতে হলুদ ঢেলে আনন্দ উপভোগ করার মাধ্যমে তাদের আহ্বান করা হচ্ছে। কাঁচের যেকোনও পাত্র, জল এরা দুইই হল আত্মা নামানো ও তাতে আত্মা বন্দী করার অন্যতম মাধ্যম। অর্থাৎ এই হলুদ জল দিয়ে বিশেষ কোনও পরিশ্রম ছাড়াই অজান্তেই অপঘাতে মৃত সেই আত্মাদের খালি ডাকা হচ্ছে না, ওদের সেই জায়গায় বন্দী করে রাখা হচ্ছে অনেকটা আগেকার দিনে শোনা সেই নিশির ডাকের মত যে কেউ সাড়া দিলেই নিশি তার আত্মাকে বন্দী করে নেয়- ঠিক সেভাবেই। এই হলুদ জলকে এরপরে ট্রেন্ডের ভিডিও করে সম্মান না দেখিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যাতে আহ্বান করা প্রেতশক্তিকে রুষ্ট করা হচ্ছে এবং ওদের পৈশাচিক আক্রোশে জীবনে অলক্ষ্মী রূপে নেমে আসতে পারে নানা বিপদ। এর থেকে রেহাই পেতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও দশমহাবিদ্যা মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর দিক করে একটি পরিষ্কার নারকেল ঝাড়ু নিয়ে সেই জলটা তার ওপর দিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করে শ্রদ্ধা নিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলে দিতে হবে কারণ ঝাঁটা মা ধূমাবতী যাঁকে অলক্ষ্মী বিদায়ের প্রতীক হিসাবে ধারণা করা হয় এবং এরপরে মাটির ওপরে প্রথম বর্ষার জল ছিটিয়ে অতৃপ্ত আত্মাকে জল নিবেদন করে তাঁর প্রেতলোকে ফিরে যেতে প্রার্থনা করতে হবে এবং এতে দেবী খুশি হয়ে দুর্ভাগ্য ফিরিয়ে নেবেন তবে সেটা করতে দেরি হলে বিপদ ভয়াবহ আকার নিতে পারে। অতএব বিষয়টি থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কঠিন। প্রমাণ হিসাবে বলি, আমাদের অফিসে এবং পরিচিত বেশ কিছু আত্মীয় এই কাজ করার খুব অল্প সময়ের পার্থক্যই কাকতালীয়ভাবে বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের মুখোমুখি হয়ে তাতে কারও কাজে লোকসান হয়েছে, ছোট্ট বিষয়ে পারিবারিক বা বিভিন্ন পরিসরে কলহ বেড়েছে আবার কোথাও হয়েছে আকস্মিক মৃত্যু যা শুনে আর বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ঘেঁটে করে এই সমস্ত বিষয়টাকে যোগ স্থাপন করতে পেরেছি যে কোনও কিছুই না জেনেবুঝে মোটেই তাতে গা ভাসানো উচিৎ নয়। এতে আনন্দ সাময়িক আর ক্ষতি হয় চিরকালীন পরিসরে। এক্ষেত্রে বলে রাখি কেক কাটার সময়ে মোমবাতি নেভানো এমনই একটা কিন্তু মাধ্যম, যা শুনলে অবাক লাগলেও রোমাঞ্চকর বেশ'।

নীলাক্ষের বলা কথাগুলোর সাথে অপ্রত্যাশিত ভাবে শেষ লাইনগুলো শুনে আমাদের গায়ের রোম খাঁড়া হয়ে গেল। রেশ রেখেই কিছুক্ষণ পড়ে নীলাক্ষ সেই মুখচোরা হাসি জিইয়ে রেখে বলল, 'আজ উঠি তবে? আবার নতুন কিছু জানলে আসব আবার'। সত্যি বলতে আমরা ক্লাবের কয়েকজন বন্ধু মিলে এই হলুদ জল মেশানোর ট্রেন্ড ফলো করে ভিডিও করবো ঠিক করেও ফেলেছিলাম, কিন্তু নীলাক্ষ এসব বিষয়ে আমাদের বরাবর রাস্তা দেখিয়ে এসেছে। তাই থামতে হল অবশেষে। এদিকে নীলাক্ষ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ক্লাব থেকে আর ঠিক তখন ক্লাবের পাশের বাড়িতেই কিশোর সহনের জন্মদিনে কেক কাটার সময়ে ভেসে এল, 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ' গানটা আর বাকিরা চুপ করে আরও মিশে গেলাম আবহে যেন রোমাঞ্চ পিছুই ছাড়ছে না।